ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-243 ■ 13 June, 2025 ■ আগরতলা ১৩ জুন, ২০২৫ ইং ■ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অভিশপ্ত উড়ান এআই-১৭১

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে ভেঙ্গে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান, মৃত্যুর মিছিল

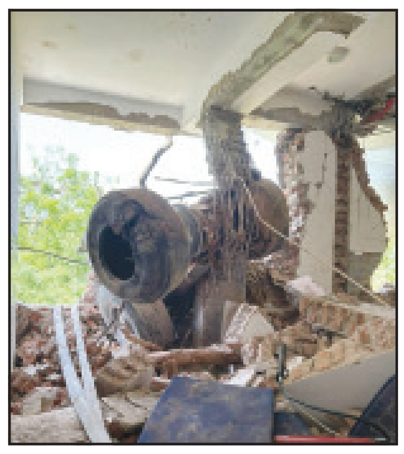

আহমেদাবাদ, ১২ জুন।। স্বপ্নের উড়ান যেন মুহূর্তের মধ্যে অভিশপ্ত হয়ে উঠল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত কেউ চিন্তাই করেননি, তাঁদের জীবনের আর কয়েক মুহূর্ত বাকি। লন্ডনের গ্যাটউইকের উদ্দেশ্যে আহমেদাবাদ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়া এআই-১৭১ বিমান আকাশে উড়তেই বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমান বন্দর লাগোয়া জে বি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে ওই বিমান ভেঙ্গে পড়েছে। বিমান কর্মী সহ ২৪১ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, লোকালয়ে বিমান ভেঙ্গে পড়ার ফলে স্থানীয়রাও হতাহতের শিকার হয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে সব মিলিয়ে মৃত্যু ৩০০ ছাড়াবে।

তবে রাখে হরি মারে কে, এই প্রবাদ আজ আবারও সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, ওই বিমান ১১এ সিটের যাত্রী বিশ্বকুমার রমেশ প্রাণে বেঁচেছেন। বিধ্বস্ত বিমানের ঝলসে যাওয়া মৃতদেহের মাঝে তিনি নিজেকে উদ্ধার করেছেন। এরপরই তিনি প্রাণে বাঁচতে ছুটতে শুরু করেন। উদ্ধারকর্মী তাকে দেখে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে যান। বর্তমানে হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিকে, ওই লোকালয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে হতাহতের অনেক বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিমান বন্দরের লাগোয়া জে বি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে ওই বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। তাতে, পাঁচ জন ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়া এয়ার ইন্ডিয়া এআই-১৭১ ফ্লাইটের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহন মহাপরিদর্শক দপ্তর। বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার, যা লন্ডনের গ্যাটউইকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল, দুপুরে আহমেদাবাদ বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ভেঙে পড়ে।

এআই-১৭১-র মুখপাত্র জানিয়েছেন, "দুর্ঘটনার প্রকৃত" কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। একটি বিশদ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থাকে এতে যুক্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়া এআই-১৭১ ফ্লাইট। বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার যা লন্ডনের গ্যাটউইকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল। দুপুর ১টা ৩৯ মিনিটে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ২৩ থেকে উড্ডয়ন করে। উড্ডয়নের পরপরই পাইলট একটি কল পাঠান, কিন্তু এরপর আর কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ফ্লাইটটি পরিচালনা করছিলেন অভিজ্ঞ পাইলট ক্যাপ্টেন সুমীত সাবারওয়াল। যাঁর উড়ান অভিজ্ঞতা ৮,২০০ ঘণ্টারও বেশি এবং সহ-পাইলট ছিলেন ফার্স অফিসার ক্লাইভ কুন্দর, যাঁর অভিজ্ঞতা ১,১০০ ঘণ্টা। বিমানে মোট ২৪২ জন ছিলেন ২৩০ জন যাত্রী, ১০ জন কেবিন ক্রু ও ২ জন পাইলট।

ওই বিমানে ১১এ সিটের যাত্রী বিশ্বকুমার রমেশ প্রাণে বেঁচেছেন।

দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা ও বিমানবন্দর কর্মীরা জানিয়েছেন, বিমানের পতনের পর ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠতে দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, বিমানটি উড্ডয়নের পর যথাযথ উচ্চতা অর্জন করতে না পারায় রানওয়ের বাইরে বিমানবন্দর সীমার কাছাকাছি এলাকায় ভেঙে পড়ে।

এই ঘটনার পরই ডিজিসিএ (ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন) তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইতিমধ্যেই ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার, ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। বোয়িং সংস্থার প্রতিনিধিরাও খুব শীঘ্রই এই তদন্তে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

যদিও দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ইঞ্জিন বিকল হওয়া বা ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমে ত্রুটির মতো কিছু অনুমান করা হচ্ছে, কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোনো প্রকার অনুমান বা গুজবে কান না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই দুর্ঘটনা ভারতের বিমান নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উপর নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ ইতিমধ্যেই বিমানের টেকনিক্যাল চেক ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আরও কঠোর মনোভাব নিতে শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে নাগরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আহমেদাবাদ রওনা দিচ্ছেন এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের তদারকি করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা অবিলম্বে নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিয়মিত অবস্থা জানাতে বলেছেন।

বিমান পরিবহন মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, নাগরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডু এক্স (সাবেক টুইটার)-এ লিখেছেন, আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার খবর শুনে মর্মাহত ও শোকাহত। আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং সমস্ত উদ্ধারকারী সংস্থাকে দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।

তিনি আরও জানান, আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সহায়তা প্রদানে সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। মন্ত্রী বিজয়ওয়াড়ায় এনডিএ সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান চলাকালীন সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সব কর্মসূচি বাতিল করে আহমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টা সমন্বয় করার জন্য গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি এবং আহমেদাবাদ পুলিশ কমিশনারের সাথে কথা বলেছেন।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারাপু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, "আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার খবরে আমি হতবাক ও মর্মাহত। আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং সমস্ত বিমান ও জরুরি প্রতিক্রিয়া সংস্থাগুলিকে দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।" তিনি আরও আশ্বস্ত করেছেন যে উদ্ধার অভিযান চলছে এবং দুর্ঘটনাস্থলে চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিবৃতি:এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এন. চন্দ্রশেখরন বলেন, "গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আজ আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকের ☞৫ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরের কন্যা দুই কেবিন ক্রু নিহত

ইম্ফল, ১২ জুন।। আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মণিপুরের দুই কেবিন ক্রু সদস্য নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন, এনগানথোই শর্মা কংব্রাইলাতপাম এবং লামনুথেম সিংসন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদের কাছে এই মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই১৭১ আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল। বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানটি দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ে যায়। বিমানে মোট ২৪২ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫৩ জন ব্রিটিশ, একজন কানাডীয় এবং সাতজন পর্তুগিজ নাগরিক।

বিমানবন্দরের কাছেই বিজে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ওপর বিমানটি ভেঙ্গে পরে। সেখানে তখন দুপুরের খাবারের সময় হওয়ায় বহু মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। বিমানটি ক্যাপ্টেন সুমিত সাবারওয়াল, যিনি একজন লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন এবং ৮,২০০ ঘণ্টারও বেশি ফ্লাইং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তার নেতৃত্বে চালিত হচ্ছিল। তাকে সহায়তা করছিলেন ফার্স অফিসার ক্লাইভ কুন্ডার, যাঁর ১,১০০ ঘণ্টার উড়ান অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেবিন ক্রুদের মধ্যে এনগানথোই এবং লামনুথেম ছাড়াও ছিলেন শ্রদ্ধা ধবন, অপর্ণা মহাডিক, সাইনিতা চক্রবর্তী, দীপক পাঠক, মৈথিলি পাটিল, ইরফান শেখ, রোশনি সংঘারে রাজেন্দ্র এবং মনীষা থাপা।

ঘটনার পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরদার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট অপারেশন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

শোক প্রকাশে এয়ার ইন্ডিয়া তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রোফাইল কালো করে দিয়েছে যা ২০২০ সালের কোঝিকোড়ে প্রাণঘাতী বিমান দুর্ঘটনার পর প্রথমবারের মতো দেখা গেল। পরিবারের সদস্যরা যাতে প্রিয়জনদের খোঁজ পেতে পারেন, সেজন্য এয়ার ইন্ডিয়া একটি হেল্পলাইন (১৮০০ ৫৬৯১ ৪৪৪) চালু করেছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শোক প্রধানমন্ত্রীর

দ্রুত ও কার্যকর সহায়তার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা জাতিকে হতবাক ও দুঃখিত করেছে এবং এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ও কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করতে তিনি মন্ত্রীদের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। এক্স-এর একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, আহমেদাবাদের মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের হতবাক ও মর্মাহত করেছে। এই ঘটনা এতটাই হৃদয়বিদারক তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এই দুঃখের সময়ে, আমার চিন্তাভাবনা এই ঘটনায় প্রভাবিত প্রত্যেকের সাথে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য মন্ত্রীগন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন বলে প্রধানমন্ত্রী এক্স এর পোস্ট"এ উল্লেখ করেছেন।

গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি প্রয়াত

আহমেদাবাদ, ১২ জুন ।। লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই-১৭১ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। তিনি ওই বিমানে লন্ডনে স্ত্রী ও কন্যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন।

পরিবারের সাথে শেষ দেখা হলো তাঁর।

আজ দুপুর ১টা ৩৯ মিনিট নাগাদ আহমেদাবাদে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বিমান বন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এআই-১৭১ আকাশে উড়তেই লোকালয়ে ভেঙ্গে পরে।

ওই বিমানে ২ডি সিটে বসে লন্ডন যাচ্ছিলেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

শোকে বিহ্বল দেশ

নয়াদিল্লি, ১২ জুন।। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর শোকপ্রকাশ করলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। বৃহস্পতিবার সকালে লন্ডনের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার। বিমানে ২৪২ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য ছিলেন।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, "আহমেদাবাদে বিমানের দুর্ঘটনার খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। বিমানে থাকা যাত্রীদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। প্রার্থনা করি সকলে নিরাপদ থাকুন।"

পীযূষ গয়াল তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, "আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার খবর শুনে অত্যন্ত ব্যথিত। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। ওম শান্তি।"

নাগরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রাম মোহন বলেন, "এই দুর্ঘটনায় আমি স্তব্ধ ও বিচলিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। সমস্ত জরুরি পরিষেবা ও বিমান চলাচল সংস্থাগুলিকে দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছি।"

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকার্য জোরকদমে চলছে এবং আহতদের তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা ও সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আহমেদাবাদ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ☞৫ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীও শোকস্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার ঘটনার শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে লন্ডনের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করার কিছুক্ষণ পরেই লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই বিমানে ২৪২ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক। মা ত্রিপুরা সুন্দরী এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে শক্তি ও ধৈর্য দান করুক।

জাগরণ আগরতলা,১৩ জুন, ২০২৫ ইং
২৯ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।"

এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদেন।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

'অত্যন্ত মর্মান্তিক', বললেন আলিয়া ভাট, যাত্রীদের জন্য প্রার্থনা বলিউড তারকাদের প্রতিক্রিয়া

মুম্বই/আহমেদাবাদ, ১২ জুন :আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ঙ্জ১৭১ বৃহস্পতিবার দুপুরে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ২৪২ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি।

নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সাংবাদিক ফে ডি'সুজার একটি প্রতিবেদন শেয়ার করে আলিয়া লেখেন: এটা ভীষণভাবে মর্মান্তিক। বিমানে থাকা প্রত্যেক যাত্রী ও ক্রু সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের জন্য হৃদয় থেকে প্রার্থনা রইল...

অন্যান্য বলিউড সেলিব্রিটিরা যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, ভিকি কৌশল, অক্ষয় কুমার, সোনু সুদ, অনন্যা পাণ্ডে, জাহ্নবী কাপুর, কঙ্গনা রানাউত। এঁরা সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন, তাঁরা এই দুর্ঘটনায় ভীষণভাবে মর্মাহত এবং প্রার্থনা করছেন আক্রান্তদের জন্য।

অমিত শাহ: 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র ১১ বছরের বিপ্লব বদলে দিয়েছে ভারতের ভবিষ্যৎ

নতুন দিল্লি: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার ভারতের ডিজিটাল বিপ্লবের ১১ বছরের সফল যাত্রাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'ইন্ডিয়ার টেকেড'—এর মাধ্যমে মোদি সরকারের প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন দেশকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ দেওয়া এক বার্তায় অমিত শাহ বলেন, "মোদি সরকার প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ করেছে এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ মানুষের জীবনধারা বদলে দিয়েছে। ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ডিজিটাল অর্থনীতি।"

তিনি ডিজিটাল ভারতের ১১ বছরের সাফল্যের কিছু মূল দিক তুলে ধরেন:

২.১৮ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ৩৭ কোটিরও বেশি রোগী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে টেলিকনসালটেশন নিয়েছেন, ৫২ কোটির বেশি মানুষ ডিজিলকারে নথিপত্র সংরক্ষণ করেছেন, ৮ কোটির বেশি নাগরিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে দেশে ১১৬ কোটি মোবাইল সাবস্ক্রাইবার, এক জিবি ডেটার খরচ কমে রু. ৩০৮ থেকে রু. ৯.৩৪ হয়েছে।

বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত

ভুবনেশ্বর, ১২ জুন : বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশার আঙ্গুল জেলার সাকাসিংগা এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দু"জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সকালে দুটি বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে আঙ্গুল জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এখনও পর্যন্ত মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

কোয়ান্টামের রাজপুত্র

ইলেকট্রন কণা, নাকি তরঙ্গ? কিংবা ফোটন? কোয়ান্টামের রাজপুত্র লুই ডি ব্রগলি। বাস্তবেও তিনি সত্যিকার এক রাজপুত্র। সেই রাজপুত্র আপাত অবাস্তব এক ধারণার কথা বললেন। ইলেকট্রন বা ফোটনই শুধু নয়, সবকিছুই নাকি একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গ! কীভাবে এ ধারণায় পৌঁছালেন তিনি? ফ্রান্সের রাজপুত্র কীভাবে কোয়ান্টামের রাজপুত্র হয়ে উঠলেন? **আবুল বাসার**

জার্মানির রাজধানী বার্লিনের ঘটনা। সময়টা ১৯২৪ সালের বসন্ত। একটা পার্সেল পড়ে আছে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ডেস্কে। প্যারিসের এক ডাকঘরের সিলছাপ্পর মারা। খাম খুললেন আইনস্টাইন। প্যারিস থেকে তাঁর এক বন্ধু পাঠিয়েছেন পার্সেলটা। নাম পল লজভা। একাধারে ফ্রান্সের অন্যতম সম্মানিত পদার্থবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক। তাঁর আরও পরিচয়মেরি কুরির সাবেক প্রেমিক। চিঠির সঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রও রয়েছে। সেটা পড়ে তাঁকে মতামত দিতে বলেছেন লজভা।

গবেষণাপত্রটা সামনে মেলে ধরলেন আইনস্টাইন। ফরাসি ভাষায় শিরোনাম লেখা 'রিসার্চেস সার লা থিওরি ডেস কোয়ান্টা'। সরল বাংলায়, 'কোয়ান্টাম নিয়ে গবেষণা'। গবেষণাপত্রটা বেশ ছোট। লেখক নিজের ডক্টরাল থিসিস হিসেবে উপস্থাপন করতে চান সেটা। তবে তাঁর নামটা আগে শোনেননি আইনস্টাইন। নাম লুই ডি ব্রগলি। ফ্রান্সের প্রিন্স। একজন সত্যিকার রাজপুত্র! তবে লেখকের বয়সটা বেশি বলে মনে হলো আইনস্টাইনের কাছে। ৩১ বছর। সাধারণত আরও আগেই ডক্টরেট থিসিস করে ফেলেন অন্যরা। এ ক্ষেত্রে বয়সটা একটু বেশিই বটে। আইনস্টাইন মনে মনে ভাবেন, লোকটা আজীবনের ছাত্র নাকি? কবি সুনির্মল বসুর সেই কবিতার মতো, 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র/ নানান ভাবে নানান জিনিস, শিখছি দিবারাত্র।'

অনেক আগে থেকে তাঁদের পরিবার ফ্রান্সে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত হিসেবে পরিচিত। পরিবারটি ফ্রান্সে আসে উত্তর ইতালির পিডমন্ট থেকে। দ্বাদশ শতক থেকেই সেখানে পরিবারের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কমান্ডার ও মঠের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

লজভা যেহেতু পাঠিয়েছেন, কাজেই গবেষণাটা যে এলেবেলে হবে না, তাতে নিশ্চিত আইনস্টাইন। সেটা পড়তে শুরু করলেন। সত্যি বলতে কি, গবেষণাপত্রটা বেশ সহজ-সরল। তাঁর নিজের আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতার সমীকরণও ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে। পড়ে মুগ্ধ হন আইনস্টাইন। বস্তুর প্রকৃতিকে নতুন চোখে দেখার উপায় বাতলেছেন ডি ব্রগলি। ধারণাটাকে বৈপ্লবিকও বলা চলে। কিন্তু এর লেখক যে দাবি করেছেন, সেটা কি সত্যি? আর কেই—বা এই লোক?

লোকটির পুরো নাম প্রিন্স লুই ভিক্টর পিয়েরে রেমন্ড ডি ব্রগলি। তবে সবার কাছে লুই ডি ব্রগলি নামে পরিচিত। লুইয়ের জন্ম ১৮৯২ সালের ১৫ আগস্ট। ফ্রান্সের দিয়েপে। চার ভাইবোনের মধ্যে লুই ছিলেন সবার ছোট।

অনেক আগে থেকে তাঁদের পরিবার ফ্রান্সে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত হিসেবে পরিচিত। পরিবারটি ফ্রান্সে আসে উত্তর ইতালির পিডমন্ট থেকে। দ্বাদশ শতক থেকেই সেখানে পরিবারের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কমান্ডার ও মঠের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ পরিবারের বংশধরেরা ফ্রান্সে রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কয়েক শতক ধরে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফ্রান্সের তিন মার্শাল ও দুই প্রধানমন্ত্রী। ফরাসি সম্রাট এককালে তাঁদের 'ডিউক' উপাধি দিয়েছিলেন। 'প্রিন্স' উপাধি দিয়েছিলেন জার্মান সম্রাট। কাজেই জন্মগতভাবে লুই ডি ব্রগলি একাধারে ফরাসি ডিউক ও জার্মান প্রিন্স। আক্ষরিক অর্থেই রাজপুত্র। লুইও যে পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একদিন কেউকেটা হবেন, ছোটবেলা থেকেই সেটা আশা করত তাঁর পরিবার।

ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক বিলাসিতা ও অঢেল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেড়ে ওঠেন লুই। অবশ্য পারিবারিক নিয়মকানুনের বেড়াজালে মা-বাবার সঙ্গ সেভাবে পাননি। শুধু মা—বাবা নন, ভাইবোনদের মধ্যেও সম্পর্কটা বাঁধা ছিল আভিজাত্যের কাঁটাতারে। অনেকটা আনুষ্ঠানিক। গৎবাঁধা। পড়ালেখাও শুরু হয়েছিল পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই। স্কুল-কলেজে নয়, প্রাইভেট টিউটর বাসায় এসে পড়াতেন। ছোটবেলা থেকে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে হতো লুইকে। শুধু পড়াই শেষ কথা নয়, পরিবারের কাছে পত্রিকা পড়ে বক্তৃতাও দিতে হতো প্রতিদিন। মাত্র ১০ বছর বয়সে ফ্রান্সের থার্ড রিপাবলিক সরকারের সব মন্ত্রীর নাম গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারতেন লুই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা দেরিতে পা রেখেছিলেন। পেছনে কারণও ছিল যথেষ্ট। আসলে অভিজাত পরিবারের দায়িত্ব এবং ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে তাঁর একাডেমিক ক্যারিয়ারের গতি ধীর হয়ে গিয়েছিল। লুই ডি ব্রগলির বাবা লুই আলফোন্স-ভিক্টর পঞ্চম ডাক ডি ব্রগলি ছিলেন ফ্রান্সের পার্লামেন্টারি ডেপুটি। দাদা ছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। ভবিষ্যতে তিনিও যে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক বা বড় কোনো দায়িত্ব পালন করবেন, এমনটাই চাইত তাঁর পরিবার। সেভাবে তাঁকে গড়ে তোলা হচ্ছিল। কিন্তু লুইয়ের ১৪ বছর বয়সে বাবা মারা যান। লুইকে দেখভালের দায়িত্ব পড়ে বড় বোন পলিনের কাঁধে। মানে কাউন্টেস ডি পঞ্জ পলিন ডি ব্রগলি। ছোট ভাইকে ভালোবাসতেন, আগলে রাখতেন। তাঁর চোখে ছোট্ট লুই ছিলেন ধোপদুরস্ত ছেলে, যার মাথায় পুডলের মতো কোঁকড়ানো চুল, হাসিখুশি মুখ আর চোখের তারায় দুষ্টুমি।

সারা দিন বালকসুলভ কথার খই ফুটত লুইয়ের মুখে। কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও খাবারের টেবিলে বকবক থামাতে পারতেন না। সঙ্গে ছিল দুরন্তপনা। এভাবে দুর্গের মতো অট্টালিকার অন্ধকার কোণের নির্জনতাও ভেঙে খানখান হয়ে যেত। বিশাল অট্টালিকার নির্জনতায় সমবয়সী বন্ধুর অভাব পূরণ করেছিল পারিবারিক লাইব্রেরি। ছোটবেলা থেকে প্রচুর বই পড়তেন। এভাবে মনের মধ্যে গড়ে ওঠে একান্ত ফ্যান্টাসির এক জগৎ। তবে এই প্রায় নিরালা—নির্জন পরিবেশ তাঁর মনে এক ভয়ের জগৎও তৈরি করেছিল। তাই পায়রার ডানা ঝাপটানোতেও আঁতকে উঠতেন তিনি। ভয় পেতেন বিড়াল-কুকুরকেও। মাঝেমধ্যে সিঁড়িতে নিজের বাবার জুতার শব্দেও আতঙ্কিত হতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা দেরিতে পা রেখেছিলেন। পেছনে কারণও ছিল যথেষ্ট। আসলে অভিজাত পরিবারের দায়িত্ব এবং ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে তাঁর একাডেমিক ক্যারিয়ারের গতি ধীর হয়ে গিয়েছিল।

ব্রগলি পরিবারের আরেকজন লুইয়ের খেয়াল রাখতেন। তিনি বড় ভাই মরিস। পরিবারের অন্যদের মতো ছিলেন না তিনি। সেনাবাহিনীতে যোগ না দিয়ে মরিস যোগ দেন নৌবাহিনীতে। জাহাজে তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করেন তিনি। এ সময় পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরে রেডিও ইলেকট্রিক তরঙ্গ নিয়ে এক গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেন মরিস। সে সময় ইউরোপে সদ্য আবিষ্কৃত এক্স-রে নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে চলছে ব্যাপক উত্তেজনা। সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল মরিসের ওপর। সিদ্ধান্ত নিলেন, বিজ্ঞানী হবেন। পরিবারের, বিশেষ করে বাবার অমতে ইস্তফা দিলেন নেভি থেকে। তারপর ১৯০৪ সালে ভর্তি হলেন প্যারিসের নামকরা কলেজ ডি ফ্রান্সে। তা—ও মেরি কুরির সাবেক প্রেমিক পল লজভার অধীনে। এখান থেকে ১৯০৮ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন মরিস। বইটা উপহার হিসেবে তুলে দিলেন লুইয়ের হাতে। সে যুগের সেরা বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং যুক্তিতর্কের সমাহার ছিল সেটা। বেশ আগ্রহ নিয়ে ট্রান্সক্রিপ্টটা পড়তে শুরু করলেন লুই। যতই পড়েন, ততই উত্তেজিত হতে থাকেন। এর মধ্যেই প্যারিসের কেন্দ্রে অবস্থিত রু স্যাতুব্রিয়নে পারিবারিক এক আবাসস্থলে নিজের ল্যাবরেটরি গড়ে তোলেন তিনি। সেটা জীবন্ত প্রাণীর মতো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। অচিরেই ভবনের অধিকাংশ জায়গা দখল করে ফেলে ল্যাবটা। বাদ পড়ে না গেস্টরুমের বাথরুম আর ঘোড়ার আস্তাবলও। সেখানে ট্রান্সফরমারের সঙ্গে এক্স-রে নিঃসরণকারী ভ্যাকুয়াম টিউব সংযুক্ত করা হয় বিদ্যুতের তার দিয়ে। ছিল নানান যন্ত্রপাতি। বড় ভাইয়ের ল্যাব আর সেখানকার কিম্ভূতদর্শন যন্ত্রপাতির বিচিত্র শব্দে তাক লেগে যেত ছোট্ট লুইয়ের। ছোট ভাইয়ের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের টগবগে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতেন মরিস। তাঁকে বিকিরণ ও ইলেকট্রন সম্পর্কে নানা কথা বলতেন।

১৯১১ সালের অক্টোবরে ব্রাসেলসের হোটেল মেট্রোপোলে বসল প্রথম সলভে কনফারেন্স। একে বলা হয় সে যুগের বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। তাতে যোগ দিলেন গোটা ইউরোপের নামকরা বিজ্ঞানীরা। ফ্রান্স থেকে এলেন মেরি কুরি ও হেনরি পয়েনকেয়ার; জার্মানি থেকে কোয়ান্টাম—গুরু ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আলবার্ট আইনস্টাইন ও আর্নল্ড সমারফেল্ড। ব্রিটেন থেকে এলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, নেদারল্যান্ডস থেকে হেনড্রিক লরেঞ্জ। আমন্ত্রণ পেলেন মরিস ডি ব্রগলিও। সঙ্গে নিয়ে গেলেন ১৯ বছর বয়সী ছোট ভাই লুইকে। দূর থেকে সবকিছু দেখতে লাগলেন ফরাসি রাজপুত্র। সেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও বিকিরণ নিয়ে আলোচনা চলল। সম্মেলনের সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন মরিস। বিজ্ঞানীদের সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ট্রান্সক্রিপ্ট লেখার দায়িত্বও দেওয়া হলো তাঁকে। দায়িত্বটা ঠিকঠাকই পালন করলেন তিনি। আলোচনাগুলো লেখার পর তা দিয়ে প্রকাশ করলেন প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার একটা বই। লুই ডি ব্রগলি- বইটা উপহার হিসেবে তুলে দিলেন লুইয়ের হাতে। সে যুগের সেরা বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং যুক্তিতর্কের সমাহার ছিল সেটা। বেশ আগ্রহ নিয়ে ট্রান্সক্রিপ্টটা পড়তে শুরু করলেন লুই। যতই পড়েন, ততই উত্তেজিত হতে থাকেন। তাঁর সামনে একে একে খুলে যেতে লাগল আনকোরা এক জগৎ। আরও জানার কৌতূহল জাগল মনের গভীরে। সেটাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। বড় ভাইয়ের মতো তিনিও সিদ্ধান্ত নিলেন বিজ্ঞানী হওয়ার। তাঁর নিজের ভাষায়, এখন থেকে 'শুধু বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন।'

লুইয়ের মনে হলো, 'সমাজ—সংসার মিছে সব, মিছে জীবনের কলরব।' এর আগেই তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল প্যারিসের সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। সে বিয়েও ভেঙে দিলেন লুই। নিজের চেম্বার থেকে তাসের কার্ড ও দাবা বোর্ড নিষিদ্ধ করলেন। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে হটিয়ে দিলেন ইতিহাসের সব বই। বিজ্ঞান, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের বই দিয়ে সাজালেন সেটা। সামাজিক যোগাযোগ কমিয়ে আনলেন ন্যূনতম পর্যায়ে। এখন আর কিছুই নয়, শুধুই বিজ্ঞান নিয়েই কাটাবেন দিনরাত। বিজ্ঞানই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম।

কিন্তু ছোট্ট রাজপুত্রকে তখন আর চিনতে পারেন না বড় বোন পলিন। এতকাল যে লুইকে চিনতেন, তিনি যেন চিরতরে হারিয়ে গেলেন। এখন রাজপুত্রের সারা দিন কাটে নিজের ঘরে। গণিতের বইয়ে মুখ ডুবিয়ে। পাতার পর পাতা জটিল গাণিতিক আঁকিবুঁকি কেটে। পারতপক্ষে ঘর থেকে বের হন না। এটাই হয়ে উঠল লুইয়ের প্রতিদিনের রুটিন। এর খুব একটা নড়চড় হয় না।

১৯১৩ সালের দিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু আগের কথা। সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব শেষ করতে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার কর্পসে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন লুই। তাঁর দায়িত্ব সিগন্যাল কর্পসে। আইফেল টাওয়ারের নিচে বসল তাঁদের স্টেশন। সেখান থেকে রেডিওটেলিগ্রাফ রিলে করা হতো। লুই ছিলেন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার। শত্রুপক্ষের যোগাযোগব্যবস্থা ইন্টারসেপ্ট করতে ব্যবহৃত রেডিও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বেও ছিল তাঁর। তরুণ হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে থাকা লুইয়ের জন্য ছিল বেশ স্বস্তিদায়ক। তবু তাঁর জন্য সময়টা ছিল কঠিন। কারণ, বিজ্ঞান নিয়ে দৈনন্দিন ঘরসংসারে ছেদ পড়েছিল এই যুদ্ধের কারণে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও যতটা সম্ভব নিজের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছিলেন লুই। চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব গভীরভাবে অধ্যয়ন করছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হলো ১৯১৯ সালে। ফরাসি সেনা দল থেকে এবার বড় ভাই মরিসের ল্যাবে যোগ দেন লুই। সেখানে তখন এক্স-রে নিয়ে তুমুল গবেষণা চলছে। ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানে গবেষণা করতে যান সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আমাদের সত্যেন বোস। ১৯১১ সালের অক্টোবরে ব্রাসেলসের হোটেল মেট্রোপোলে বসল প্রথম সলভে কনফারেন্স। একে বলা হয় সে যুগের বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। তাতে যোগ দিলেন গোটা ইউরোপের নামকরা বিজ্ঞানীরা।

যুদ্ধের পর শুধু একজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন লুই। তিনি তরুণ চিত্রশিল্পী জ ব্যাপটিস্ট ভাসেক। ছবি আঁকতেন, ছবি সংগ্রহ করতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে শান্তি পেতেন লুই। পাশাপাশি বসে নিশ্ছিদ্র নীরবতাও উপভোগ করতেন দুজনে। ভাসেককে সত্যিই আপন করে নিয়েছিলেন লুই। কিন্তু একদিন হুট করে আত্মহত্যা করে বসেন ভাসেক। চিরকুটে প্রিয় লুইকে লিখে গেলেন। সেখানে কোনো ব্যাখ্যা বা কার্যকারণ নেই। শুধু তাঁর সংগ্রহ করা ছবিগুলোর যত্ন নেওয়ার অনুরোধ। বন্ধুর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে সর্বশক্তি খরচ করলেন লুই। এক পাশে সরিয়ে রাখলেন পদার্থবিজ্ঞান পড়ালেখা। বন্ধুর সংগৃহীত ছবির প্রদর্শনী আয়োজন করলেন। কিন্তু ভাসেকের আঁকা ছবি নিয়ে ব্যঙ্গ করে বসল এক স্থানীয় দৈনিক। ভীষণ আহত হলেন লুই ডি ব্রগলি।

রাগে-দুঃখে টানা কয়েক মাসের স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিলেন তিনি। নিজের ঘরে। ঘর থেকে বের হন না, কারও সঙ্গে কথা বলেন না। খাওয়াদাওয়াও প্রায় ছেড়ে দিলেন। সেটা ১৯২৩ সালের দিকের ঘটনা। বড় বোন পলিন নিয়ম করে ঘরের বন্ধ দরজার সামনে খাবার রেখে যান। দিনের পর দিন তার প্রায় কিছুই স্পর্শ করেন না লুই। পলিনের সন্দেহ, এভাবে তাঁদের ছোট্ট রাজপুত্র অনাহারে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চাইছেন। মরিয়া হয়ে দ্রুত অন্য ভাইদের ডাকেন পলিন। মরিসসহ বাড়ির পাঁচ পরিচারিকা লুইয়ের দরজা ভেঙে ফেলেন। তারপর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যান তাঁর বিছানার দিকে। ভেবেছিলেন, ওখানেই পাওয়া যাবে ফরাসি রাজপুত্রের অচেতন দেহ। কিন্তু একি কাণ্ড! পরিপাটি পোশাকে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন লুই। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। একরাশ সাদা ধোঁয়া ছেড়ে মরিসের দিকে এগিয়ে দিলেন একতাড়া কাগজ। তাতে সারি সারি সমীকরণে ঠাসা। তারপর মরিসকে বললেন, 'দেখো তো, আমি ঠিক আছি কি না।' আগেই বলেছি, ফরাসি সেনাদলে কাজ করার সময় অবসরে চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্ব শিখতেন লুই। সে তত্ত্বে আলোকে তরঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যুদ্ধের পর এর ঠিক বিপরীত তত্ত্ব শেখেন ভাই মরিসের কাছে। আলোর কণা তত্ত্ব। ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট ব্যাখ্যা করতে আলোকে ফোটন কণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন আইনস্টাইন। সে জন্য ধার করেছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এতে প্রশ্ন উঠল, তাহলে আলো আসলে কী? কণা, নাকি তরঙ্গ? ঠিক এখানে এসে আলোর এই দুই পরস্পরবিরোধী ধর্মের মধ্যে এক যোগসূত্র খুঁজে পান লুই। ১৯১১ সাল। হোটেল মেট্রোপোলে প্রথম সলভে কনফারেন্স। আলবার্ট আইনস্টাইন, পল লজভা, মেরি কুরি, হেনরি পয়েনকেয়ার, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, আর্নেস্ট সলভে, হেনড্রিক লরেঞ্জ, আর্নল্ড সমারফেল্ড, মরিস ডি ব্রগলির মতো বিজ্ঞানীরা এ সভায় এক হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে সমাজ-সংসার ছেড়ে দীর্ঘ স্বেচ্ছানির্বাসনে নিঃসঙ্গ ও ঘরবন্দী থাকার সময় ধারণাটা মাথায় আসে লুইয়ের। তাঁর ধারণাটা সরল, কিন্তু দুঃসাহসী। আইনস্টাইনের ফটোইলেকট্রিক ইফেক্টের ব্যাখ্যা মাথায় রেখে লুই নিজেকে প্রশ্ন করেন, আলো যদি কণার স্রোতের মতো আচরণ করতে পারে, তাহলে কণা কি কখনো তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে? ধারণাটা একেবারে নতুন ও দুঃসাহসী। এর সপক্ষে কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তিও নেই। এভাবে আগে কেউ ভাবেনি। কাজেই গহিন এক অন্ধকারে পা বাড়ালেন লুই। স্রেফ একা। তখন পর্যন্ত ধারণা করা হতো, কণা হলো ভরের ঘনবদ্ধ সন্নিবেশ। তরঙ্গের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

বেশি জটিল কোনো পথে গেলেন না লুই। স্রেফ আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ ক্স দ্বম২ এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ করলেন। এভাবে নির্ণয় করলেন চলমান প্রতিটি কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য। হিসাবে দেখা গেল, কণা যত দ্রুত ছোটে, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত ছোট।

এটা কি স্রেফ গাণিতিক কৌশল? নাকি আরও বেশি কিছু? লুই ডি ব্রগলি যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করলেন, তার সঙ্গে কি প্রকৃত তরঙ্গের কোনো সম্পর্ক আছে? উত্তরটা তিনিও জানেন না। সেটাই মিলিয়ে দেখতে চাইলেন এবার। তা করতে গিয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যেতে হলো লুইকে। নীলস বোরের পরমাণুর মডেল অনুসারে, পরমাণুর সবচেয়ে ভেতরের কক্ষপথে একটা ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হিসাব করলেন ব্রগলি। দেখা গেল, সেটা তার কক্ষপথের পরিধির সমান। দ্বিতীয় কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হিসাব করে দেখা গেল, ইলেকট্রনের কক্ষপথের পরিধি তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। তৃতীয় কক্ষপথের পরিধি পাওয়া গেল ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তিন গুণ। বাকিগুলোও পাওয়া গেল একই নিয়মে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর লাগল লুইয়ের কাছে। কাকতালীয়? নাকি তার চেয়ে বেশি কিছু?

না, কাকতালীয় নয়। সেটা বোঝা গেল অচিরেই। সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। আসলে এর মাধ্যমে যেন পরমাণুর গহিনের সুর শুনতে পেলেন লুই ডি ব্রগলি। ইলেকট্রনের বিভিন্ন কক্ষপথের এই ধারাবাহিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলোকে গিটারের তারের মৌলিক কম্পাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা চলে। গিটারের তারগুলোর মধ্যে কম্পাঙ্কের ধারাবাহিকতার কারণে যন্ত্রটা বাজালে তা সুরেলা শোনায়। পরমাণুর ভেতরেও প্রথম কক্ষপথ থেকে পরের কক্ষপথের ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও যেন তেমনই সুরের খেলা। আচমকা সেটিই আবিষ্কার করে বসেন লুই। লুইয়ের আবিষ্কৃত বস্তুকণার তরঙ্গধর্ম নিয়ে সে সময় খুব উত্তেজিত ছিলেন আইনস্টাইন। থিসিসটা পড়ার প্রায় পরপরই আণবিক বিকিরণে পরীক্ষণ পদার্থবিদ সহকর্মীদের এর প্রমাণ খুঁজতে বলেন। ধারণাটা ১৯২৩ সালের শেষ দিকে দুটি পেপারে প্রকাশ করেন তিনি। কিন্তু তেমন কারও চোখে পড়ল না। সামনে তাঁর ডক্টরাল থিসিস জমা দিতে হবে। সে জন্য আটঘাট বেঁধে নামলেন। সদ্য আবিষ্কৃত ধারণাটা নিয়ে থিসিস লিখলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সুপারভাইজার ও পরীক্ষকেরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কথিত আছে, তাঁর থিসিস পরীক্ষকদের চারজনের মধ্যে মাত্র একজন কোয়ান্টাম তত্ত্বটা ঠিকমতো বুঝতেন; তিনি অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী পল লজভা। তবে লুই কোয়ান্টাম তত্ত্বে যে নতুন ধারণা আমদানি করলেন, তা সঠিক কি না, সেটা বুঝতে পারছিলেন না লজভা। গাণিতিকভাবে লুইয়ের ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধারণাটি সহজ, কিন্তু তখনকার প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যুক্তিহীন বলে মনে হয়। তাই বন্ধু আইনস্টাইনের শরণাপন্ন হন তিনি। চিঠিসহ থিসিস পেপারটা পাঠিয়ে দেন আইনস্টাইনের কাছে। পরের কাহিনি তো শুরুতে বলেছি। আইনস্টাইন পেপারটা পড়ে মুগ্ধ হন ঠিকই, তবে ব্যাপারটা নিয়ে শুরুতে তিনিও সন্দিহান ছিলেন। তাই দীর্ঘদিন লজভার চিঠির জবাব দেননি। এদিকে থিসিসটা প্রকাশের অযোগ্য কি না, সে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান লজভা। কয়েক মাস পর লজভা আবারও তাড়া দিয়ে চিঠি লেখেন আইনস্টাইনকে। এবার সাড়া দেন আপেক্ষিকতার জনক। ছোট্ট চিঠিতে আইনস্টাইন লেখেন: 'খুব আকর্ষণীয় ধারণা।' ডি ব্রগলি যে প্রকৃতির রহস্যের একটা চাদর তুলে ধরেছেন, তা—ও লেখেন তিনি। এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন লজভা। সংক্ষিপ্ত হলেও আইনস্টাইনের মন্তব্যের তাৎপর্য তাঁর কাছে অনেক। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লুই ডি ব্রগলিকে ডাকা হয় তাঁর থিসিস ডিফেন্ড করার জন্য। কিছুটা আনুনাসিক, সম্ভ্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলতে শুরু করেন: 'যাঁরা এই যুক্তিটা প্রত্যাখ্যান করতে চান, তাঁরা বলেন, এ ধরনের মতবাদ মেনে নেওয়ার অর্থ যুক্তি ত্যাগ করা। কিন্তু তাঁদের আমি বলতে চাই, সব পদার্থ এই দ্বৈততার অধিকারী। শুধু আলোই নয়; বরং মহাবিশ্ব গড়ে তোলা প্রতিটি পরমাণু এই বিভাজন অনুভব করে। এখন আপনারা আমার যে গবেষণাপত্রটি হাতে ধরে রেখেছেন, তা প্রমাণ করে, পদার্থের প্রতিটি কণায়সেটা প্রোটন হোক বা ইলেকট্রনএকটা সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ আছে, যা তাকে স্থানের ভেতর দিয়ে পরিবহন করে।'

একসময় বক্তৃতা শেষ করেন ব্রগলি। উপস্থিত অধ্যাপক ও পরীক্ষকেরা তৎক্ষণে হতবাক। বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কথার পক্ষে বা বিপক্ষে কী বলবেন। ধারণাটা এতই বৈপ্লবিক! ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন লুই ডি ব্রগলি।

লুইয়ের আবিষ্কৃত বস্তুকণার তরঙ্গধর্ম নিয়ে সে সময় খুব উত্তেজিত ছিলেন আইনস্টাইন। থিসিসটা পড়ার প্রায় পরপরই আণবিক বিকিরণে পরীক্ষণ পদার্থবিদ সহকর্মীদের এর প্রমাণ খুঁজতে বলেন। কারণ, একে পদার্থবিজ্ঞানে চিরায়ত শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছিলেন আইনস্টাইন। অথচ নীলস বোর তখন বিষয়টি অগ্রাহ্য করেছেন। কাজেই তখন বস্তুর দুটি রূপ পাশাপাশি অবস্থান করছে। একদিকে তরঙ্গ, আরেক দিকে কণাধর্ম। এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কী? কিংবা আদৌ কি কোনো সম্পর্ক আছে? তার উত্তরটা আইনস্টাইনের জানা ছিল না।

তিন বছর পরের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির ল্যাব। পরে এটি পরিচিত হয়ে উঠবে বেল ল্যাব নামে। এখানে কয়েক বছর গবেষণা করছিলেন ক্লিনটন ডেভিডসন নামের ৩৪ বছর বয়সী এক বিজ্ঞানী। তাঁর সঙ্গী লেস্টার গামার। বিভিন্ন ধাতুতে ইলেকট্রন ছুড়লে কী ফল পাওয়া যায়, তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন দুজন। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লুই ডি ব্রগলিকে ডাকা হয় তাঁর থিসিস ডিফেন্ড করার জন্য। কিছুটা আনুনাসিক, সম্ভ্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলতে শুরু করেন: 'যাঁরা এই যুক্তিটা প্রত্যাখ্যান করতে চান, তাঁরা বলেন, এ ধরনের মতবাদ মেনে নেওয়ার অর্থ যুক্তি ত্যাগ করা। একদিন সেখানে তরলীকৃত বাতাসভর্তি একটা ফ্লাস্ক বিস্ফোরিত হলো। নিকেলের কিছু নমুনা থাকা একটা ভ্যাকুয়াম টিউবও গেল ভেঙে। ওই নিকেল লক্ষ্য করে অনবরত ইলেকট্রনের বিম ছোড়া হচ্ছিল। নিকেলগুলো বাতাসের সংস্পর্শে অক্সিডাইজ বা জারিত করার পর তা গরম করে পরিষ্কার করেন ডেভিডসন। তিনি জানতেন না, তাপের কারণে নিকেলের ক্ষুদ্র স্ফটিকগুলোকে অনেক বড় আকারে গঠন করে। তারপর ওই স্ফটিক কাঠামো ইলেকট্রন বিমকে বিচ্যুত করে। তাই পরেরবার ইলেকট্রন বিম ছুড়ে ভিন্ন ফল পান তিনি। কিন্তু হুট করে ফল অন্য রকম হলো কেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারলেন না ডেভিডসন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির বিরসা মুন্ডা লনে (গান্ধী দর্শন) 'লোক সংবর্ধনা পর্ব' উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

দেশের বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি পর্যালোচনায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১২ জুন।। দেশের বন্যা ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করার জন্য নয়াদিল্লিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পৌরহিত্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। দেশে বন্যার ঝুঁকি কমাতে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা এবং গত বছর অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত পদক্ষেপগুলিও পর্যালোচনা করেন তিনি।

বৈঠকে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য সমস্ত সংস্থা কর্তৃক গৃহীত নতুন প্রযুক্তি এবং তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক মহাকাশ প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন।

অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা "শূন্য দুর্ঘটনা পদ্ধতি" নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিনি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) কে রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এসডিএমএ) এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ)র সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক সতর্কতা প্রচার নিশ্চিত করা যায়। সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য এনডিএমএ কর্তৃক জারি করা পরামর্শগুলি সময়মত বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এনডিএমএ এবং এনডিআরএফকে রাজ্যগুলির সাথে পূর্ণ সমন্বয় করে দক্ষ বন্যা ব্যবস্থাপনার দিকে কাজ করতে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শাহ।

বন্যা পূর্বাভাস/পরামর্শ প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডাব্লিউসি) এবং ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)র প্রশংসা করার পাশাপাশি পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন তিনি। শ্রী শাহ বলেন, সিডাব্লিউসি-এর বন্যা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি আমাদের প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসারে হওয়া উচিত। শ্রী শাহ জলশক্তি মন্ত্রক, এনডিএমএ এবং জাতীয় দূর অনুধাবন কেন্দ্র (এনআরএসসি) কে হিমবাহ হ্রদগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার এবং যেকোনো ধরণের বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক /ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের উচিত রাজ্য ও জেলা মহাসড়কগুলিতে অভিন্ন নকশা পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যগুলির সাথে একযোগে কাজ করা, যাতে ভারী বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে রাস্তার জলাবদ্ধতা মোকাবেলায় মহাসড়কগুলিতে নিষ্কাশন ব্যবস্থা সড়ক নির্মাণের নকশার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। অধিকন্তু, বন্যার প্রস্তুতি এবং প্রশমনের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়ের জন্য এনডিএমআর-কেও রাজ্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা উচিত বলে জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নর্মদা নদী অঞ্চলে বনভূমি বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি বলেন, যদি এই পরীক্ষা সফল হয়, তাহলে অন্যান্য নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও একই ধরণের প্রচেষ্টা চালানো হবে। তিনি বলেন, এটি নদীর অববাহিকা পুনরুজ্জীবিত করতে, মাটির ক্ষয় কমাতে এবং এই অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাতের উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় সহায়তা করবে। শ্রী অমিত শাহ বলেন, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে শক্তিশালী বন্যা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন বিকল্পগুলি অনুসন্ধান করা উচিত।

শহরাঞ্চলে বন্যার ক্রমবর্ধমান প্রকোপের কথা উল্লেখ করে শ্রী অমিত শাহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এই শহরগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বড় শহরগুলিতে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রী শাহ বর্ষাকালে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের উদীয়মান প্রবণতা মোকাবেলায় জলাভূমি পুনরুজ্জীবন এবং বনায়ন ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জলশক্তি মন্ত্রককে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় জলাভূমির অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করার পরামর্শ দেন, যা বন্যা প্রতিরোধের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও পর্যটন কর্মকাণ্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

অমিত শাহ জাতীয় বাঁধ সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (এনডিএসএ), আইএমডি এবং এনআরএসসি সহ অন্যান্য বিভাগগুলিকে যৌথভাবে এমন একটি সম্মেলন আয়োজন করার পরামর্শ দিয়েছেন যেখানে বন্যা, মহাকাশ এবং অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। শ্রী শাহ বলেন, ২০১৪ সালে ভারত আবহাওয়াবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল, কিন্তু আজ মোদীজির নেতৃত্বে আমরা উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ, এখন আমাদের এক নম্বর হতে হবে।

এদিনের বৈঠকে আইএমডি, সিডব্লিউসি সহ বিভিন্ন বিভাগ বিস্তারিত উপস্থাপনা করেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/বিভাগগুলি গত বছর অনুষ্ঠিত বন্যা পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কেও অবহিত করেছে। বর্তমান বর্ষা মৌসুমের জন্য দপ্তরগুলির তাদের প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেছে। সকল বিভাগের প্রস্তুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি সমস্ত বিভাগের অবদানের মাধ্যমে চরম আবহাওয়া মোকাবেলা করতে পারে এমন সফওয়্যার তৈরি করার জন্য সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, অমিত শাহ বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমাতে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। প্রতি বছর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বন্যা প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন এবং তার নির্দেশে, আইএমডি এবং সিডব্লিউসি কর্তৃক আগাম বৃষ্টিপাত এবং বন্যার পূর্বাভাস ৩ থেকে ৭ দিন বৃদ্ধি এবং তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসের জন্য উন্নত পরামিতি সহ বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী শ্রী সি আর পাতিল, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন, ভূবিজ্ঞান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক ও বিভাগের সচিব, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপারসন, এনডিএমএ-এর সদস্য ও বিভাগীয় প্রধান, এনডিআরএফ এবং আইএমডি-র মহানির্দেশক, এনএইচএআই এবং সিডব্লিউসি-র চেয়ারম্যান এবং এনআরএসসি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

সুকমায় বন্দুকযুদ্ধে দুই মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী নিহত, অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার

সুকমা(ছত্তীসগঢ়) ১২ জুন : ছত্তীসগঢ়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তীব্র বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে দুই মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী। ঘটনাটি ঘটে কুকানার থানা এলাকার অন্তর্গত ডুনামপারা পুসগুন্না জঙ্গল এলাকায়। অভিযানে নিহত দুই শীর্ষ মাওবাদীর মরদেহ উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী।

নিহত মাওবাদীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মুচাকি বামন, যিনি কটেকাল্যাণ এরিয়া কমিটির কমান্ডার ছিলেন এবং যার মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। অপরজন হলেন সিনিয়র মাওবাদী কর্মী অনিতা আওয়ালাম। দুজনেই নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অপারেটিভ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বামনের বাড়ি ছিল দন্তেওয়াড়া জেলার কটেকাল্যাণ থানা এলাকার চিকপাল গ্রামে এবং অনিতা আওয়ালামের বাড়ি ছিল বিজাপুর অঞ্চলে, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। জেলা রিজার্ভ গার্ড ও স্থানীয় পুলিশের যৌথ বাহিনী, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কটেকাল্যাণ এরিয়া কমিটির সক্রিয় সদস্যদের উপস্থিতি শনাক্ত করে অভিযান চালায়। সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চাওয়ান জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয় এবং তা দীর্ঘ সময় ধরে চলে। অভিযানের পর ঘটনাস্থল থেকে ইনশাস রাইফেল, একটি ভর্মার আগ্নেয়াস্ত্র, চারটি জেলাটিন স্টিক, ১০টি ডেটোনেটর, ১৭ রাউন্ড ইনশাস অ্যামুনিশন, পাঁচটি ১২-বোর কার্তুজ, একটি সাবান বোমা, একটি টিফিন বোমা, তারের কয়েল, সেফটি ফিউজসহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক এবং মাওবাদী সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পি জানান, এই অভিযান মাওবাদীদের বিরুদ্ধে চলমান ধারাবাহিক অভিযানেরই অংশ। তিনি বলেন, "২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বস্তার বিভাগে মোট ৪১১ জন মাওবাদীর মরদেহ উদ্ধার হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, জেলা রিজার্ভ গার্ড, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, কোবরা, সিআরপিএফ, বিএসএফ, আইটিবিপি, সিএপিএফ এবং বস্তার ফাইটার্স একসঙ্গে কাজ করছে 'সঙ্কল্প: নকশাল মুক্ত বস্তার মিশন'-এর অধীনে। আইজি সুন্দররাজ জানান, এক সময় বস্তার অঞ্চলে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার প্রতীক ছিল মাওবাদী আন্দোলন। তবে এখন তা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে। শান্তি ও উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা ফুটে উঠছে বস্তারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়ি ভাঙচুর: সন্ত্রাসীদের লাগাম টানতে বাংলাদেশকে ভারতের আহ্বান

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়ি 'রবীন্দ্র কাছারিবাড়ি'তে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। এ ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক আখ্যা দিয়ে, বাংলাদেশে মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "গত ৮ জুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়িতে সংঘটিত বর্বর হামলা ও ভাঙচুরের তীব্র নিন্দা জানাই। এই সহিংস কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক মহান প্রতীককে আঘাত করেনি, বরং বাংলাদেশের সহনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, যেন সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।" ভারত সরকার জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশকে ঘিরে ইতিবাচক ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। জয়সওয়াল বলেন, "বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রূপরেখা বহুবার এই মঞ্চ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা এমন একটি সম্পর্ক চাই যা দুই দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।"

বাংলাদেশি গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, ৮ জুন প্রায় ৫০-৬০ জনের একটি দল শাহজাদপুরের রবীন্দ্র কাছারিবাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। ঐতিহাসিক এই ভবনের মিলনায়তন ও কাস্টডিয়ানের অফিসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাছারিবাড়ির কাস্টডিয়ান হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলেন, "হঠাৎ আক্রমণে দর্শনার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আমরাও আতঙ্কিত হয়ে আশ্রয় নিই এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিই।" সেদিন পরিবারসহ কাছারিবাড়ি পরিদর্শনে আসা দর্শনার্থী এনামুল হক বলেন, "শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির মতো একটি ঐতিহাসিক স্থানে এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।" ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, "ঘটনার বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে।"

খাস জমিতে বাড়ি বানানোর উদ্যোগ, প্রশাসন নিশ্চুপ অভিযোগ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১২ জুন:খাসজমিতে বাড়ী করার উদ্দেশ্যে মাটি ভরাট করা হচ্ছে। অথচ এতে সাব্রুম মহকুমা প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

দীর্ঘদিন যাবত খাস জমি বরাবর দখল করে হাত বদল করে অন্যের হাতে বিনা অনুমতিতে নথি ছাড়া খাস জমিতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবারে বাড়ী তৈরি করার জন্য প্রায় দুই কানি জায়গার উপর মাটি ভরাট করা হচ্ছে সাবরুম মহকুমা পুর্ব জলেফা বাজারের থেকে সোনাই বনকুল রোডের পাশে জলেফা রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়।

NOTIFICATION
(Walk-in-Interview)

A Walk-in-interview for filling up various categories of faculty & staff purely on Temporary/ Contractual basis for 6 (Six) months or till continuation of the project i.e. upto 31.03.2026 (whichever is earlier) will be held as per schedule below at College Council Room & Examination Hall of Agartala Govt. Medical College, Agartala respectively for Regional Geriatric Centre (RGC) at Dept. of Geriatric Medicine, A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala under the National Programme for Health Care of the Elderly (N.P.H.C.E.), Ministry of Health & Family Welfare (Department of Health & Family Welfare), Govt. of India:

Sl. No.	Name of the Post	Date
1	Associate Professor, Assistant Professor and Junior Resident.	23/06/2025
2	Lab. Technician	24/06/2025
Reporting time : 10.00 AM to 11.00 AM		
Candidates reporting beyond the reporting time will not be considered		
Incomplete applications will be rejected		

Venue for walk-in-interview: Agartala Govt. Medical College, Agartala, West Tripura.
In case of any Emergence Exigency interview may be postponed until further notice.
For further details please visit the official website of Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura (https://dme.tripura.gov.in/), (https://agmc.nic.in/).
100/D/370/25 (10x2)

Director of Medical Education
Government of Tripura

বাইখোড়ায় ইসকনের জগন্নাথের স্নানযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জুন:বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভুজি করুনেশ্বর মাধব দাসের উদ্দ্যোগে প্রতিবছর ঘটাকরে রথযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠীত করাহয়। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এই রথযাত্রা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। রথযাত্রার দিন সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ভক্তবৃন্দদের সমাগম ঘটে। রথযাত্রা অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত করা হয় জগন্নাথের স্নানযাত্রা।

ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে মন্দিরে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রাকে স্নান করালো মন্দিরের প্রভু ও মন্দিরে আগত ভক্তবৃন্দরা। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরে আজকের স্নান যাত্রাকে কেন্দ্রকরে রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে ব্যাপকহারে ভক্তদের সমাগমঘটে। আজকের এই স্নান যাত্রা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানালেন প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস।

পরিবেশ রক্ষায় এমজি বাজারে কাপড়ের ব্যাগ তুলে দিলেন রত্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন:পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে প্লাস্টিকের পলিব্যাগ বর্জন করে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বুধবার মহারাজ গঞ্জ বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের হাতে কাপড়ের ব্যাগ তুলে দেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়ে বুধবার আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারে প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জন করে কাপড়ের ব্যাগ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের হাতে তুলে দিলেন কর্পোরেটের রত্না দত্ত। সাথে ছিলেন মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। ক্রেতা বিক্রেতাদের হাতে কাপড়ের ব্যাগ তুলে দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় প্লাস্টিকের ব্যাগ পুরোপুরি বায় বর্জন করার আহ্বান জানানো হয়। তারা বলেন ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সদিচ্ছা ছাড়া প্লাস্টিকের ব্যাগ পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব নয়। প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ এবং কাগজের ঠোঙ্গা ব্যবহার করার উপর তারা গুরুত্ব আরোপ করেন।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 19/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to the post of Senior Computer Assistant, Group-C, Non-Gazetted under the Department of Industries and Commerce (Information Technology), Home(Jail) Department and Finance Department (Taxes organization) Govt. of Tripura.
For detailed Advertisement please visit- https://tpsc.tripura.gov.in.

(S. Mog, IAS)
Secretary,
Tripura Public Service Commission.

মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ জুন:দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিলোনিয়া সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে বুধবার মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও মৎস দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিলোনিয়া সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে বুধবার দিন তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও মৎস দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকাদের নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন বৈঠকে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে দক্ষিণ জেলার সুবিধাভোগীদের কাছে তিন দপ্তরের সরকারি সুবিধাগুলো জনগণ সঠিক সময়ে পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। পাশাপাশি দপ্তর কতৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এরপর তিনি বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন রুটিন মাফিক এই ধরনের বৈঠক করে দপ্তরের কাজকর্ম খতিয়ে দেখা এবং সরকারি প্রকল্প গুলো জনগণ সঠিক সময়ে পাচ্ছে কিনা, সেই সমস্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করাই মূল উদ্দেশ্য।

দরপত্র আহ্বান

খার্চি পূজা মেলা কমিটি ২০২৫ ইং এর পক্ষ থেকে ফায়ার সার্ভিস শেড, ওয়াচ টাওয়ার, অস্থায়ী সরকারি স্টল, অস্থায়ী মেলার স্টল এবং প্রত্যেক স্টলে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক দরদাতাগণ বিষদে জানার জন্য এবং দরখাস্তের ফর্ম নেওয়ার জন্য পুরাতন আগরতলা আর. ডি. ব্লক অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩ শে জুন ২০২৫ ইং বিকাল ৩ টা এবং ঐদিন বিকাল ৪ টায় খোলা হবে। বিস্তারিত তথ্য পুরাতন আগরতলা ব্লক অফিস থেকে জানা যাবে।
ICA/D-986/25

ইতি
স্বাক্ষর
অস্পষ্ট
আহ্বায়ক
খার্চি পূজা মেলা কমিটি ২০২৫ ইং
পুরাতন আগরতলা আর. ডি. ব্লক পশ্চিম ত্রিপুরা।

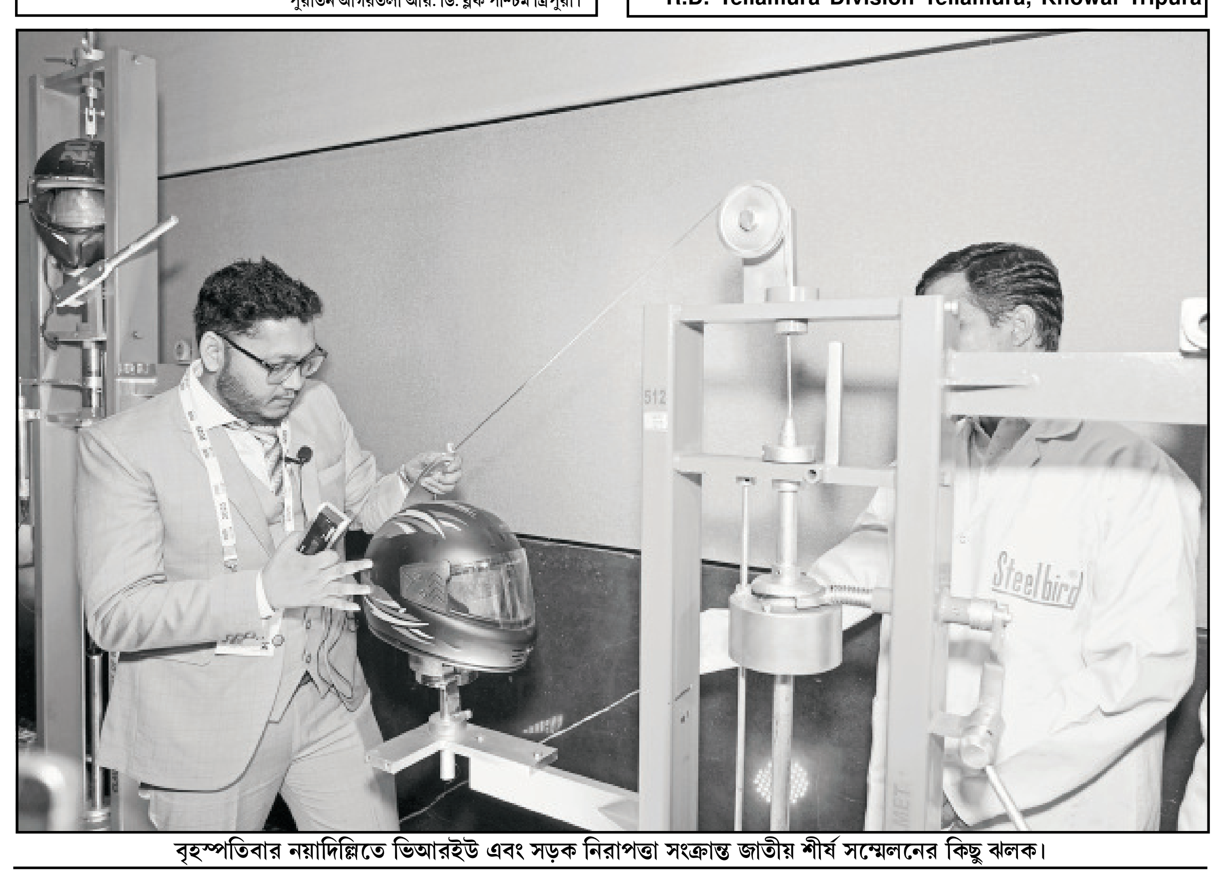

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ভিআরইউ এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় শীর্ষ সম্মেলনের কিছু ঝলক।

NOTICE INVITING TENDER

Agriculture, College of Agriculture, Tripura invites offline Tender for Profile Roofing (16x46 feet) @ Entrance.
The bid document are available in the webpage of College of Tripura.http://coatripura.ac.in. Last Date and time of submission of the Tender is 15th day from the date of publication of this NIT in local daily upto 1500 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.
ICA/C/976/25

(Prof. Debashish Sen)
Principal

NOTICE FOR APPOINTMENT OF CIVIL ENGINEER

"Require qualified civil engineer for supervision with 3-5 years' experience for building construction at COE, at Taidu, Tripura."Candidate should have work experience of BOQ/Cost estimation, knowledge of Drawings, Contractor and labour handling.
Interested candidates please contact
Mr. Chandra pal- 9643405003
HARVELAGUA INDIA PRIVATE LIMITED
(Indo-Spanish JV)

Government of Tripura
Tripura Institute of Technology, Narsingarh
No. F. 110/TIT/M.Tech.Adm./2020/

ACADEMIC NOTIFICATION FOR ADMISSION IN M.TECH. COURSES Dated: 10-06-2025

Applications are invited from the intending candidates for admission in M.Tech Courses for the academic session 2025-2026, with effect from 16th June, 2025 to 23rd June, 2025. An entrance examination for admission to these M.Tech courses will be conducted as per requirement tentatively on 9th July, 2025 at the college campus. However, the candidates having valid GATE/CUET score will be given preference. Few seats are kept reserved for the sponsored candidates also. The detailed notification including the course names along with intake capacity, eligibility criteria, fee structure and information of application is given in the Institute website www.titagartala.ac.in
ICA/D/364/25

Principal TIT,Narsinga

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-09/EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.10.06.2025.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 30/06/2025 for 01(One) No. Civil work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/972/25

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division Teliamura, Khowai Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রাকৃতিক তিন উপাদান দিয়েই শ্যাম্পু তৈরি করতে পারেন

মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে শ্যাম্পুর চেয়ে ভাল আর কীই বা আছে? তা ছাড়া তেলতেলে চুল নিয়ে বাইরে যাওয়া বেশ অস্বস্তিকর। কিন্তু শ্যাম্পুর মধ্যে তো নানা রকম রাসায়নিক থাকে। রোজ শ্যাম্পু করলে তো মাথার ত্বকের পিএইচের সমতা নষ্ট হয়। চুলও রুক্ষ হয়ে পড়তে পারে। তবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বিশেষ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে কিন্তু সে ভয় থাকে না। চুলের যত্নে রিঠা, আমলকি, শিকাকাইয়ের মতো ভেষজের ব্যবহার নতুন নয়। এই তিন উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন প্রাকৃতিক শ্যাম্পু। জেনে নিন কী ভাবে সেই শ্যাম্পু তৈরি করতে হয়।

উপকরণ:
৫-৬টি রিঠা
৬-৭টি শিকাকাই
৩-৪টি আমলকি

পদ্ধতি: ১) প্রথমে পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে তিনটি জিনিস ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। সে ক্ষেত্রে রাতে ভিজিয়ে রাখাই ভাল। ২) পরের দিন ভেজানো রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাইয়ের মিশ্রণ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর গ্যাস বন্ধ করে ওই অবস্থায় রেখে দিন বেশ কিছু ক্ষণ। ৩) স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে মিশ্রণের মধ্যে থেকে রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাই ছেঁকে আলাদা করে নিন। ৪) এ বার মিক্সিতে ওই অবশিষ্টাংশ ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। ৫) তার পর বেটে নেওয়া আমলকি, শিকাকাই এবং রিঠার মিশ্রণ ওই তরলের সঙ্গে আরও এক বার মিশিয়ে নিতে হবে। ৬) মিশ্রণ কিন্তু আর জলের মতো পাতলা থাকবে না। এ বার অন্য একটি পাত্রের উপর পাতলা সুতির কাপড় বিছিয়ে নিতে হবে। ৭) কাপড়ের উপর মিশ্রণ ঢেলে ছেঁকে নিলেই শ্যাম্পু তৈরি। ৮) পরিষ্কার, কাচের পাত্রে এই মিশ্রণ ঢেলে রাখতে পারেন। সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে সপ্তাহ দুয়েক পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

কয়েকটি খাবার মহিলাদের বন্ধ্যত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে

কয়েকটি খাবার মহিলাদের বন্ধ্যত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। সম্প্রতি এমনটাই জানাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণা। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, সন্তানধারণের পর তো বটেই, মা হওয়ার পরিকল্পনা করার সময়েও খাওয়াদাওয়া নিয়ে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে মহিলাদের। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে রাশ টানা ভীষণ জরুরি।

নয়তো সন্তানধারণে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। জেনে নিন, কোন খাবারগুলি কমিয়ে দিতে পারে মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা।

১) পিৎজা, চিপস, কেকের মতো ট্রান্স ফ্যাট-যুক্ত খাবারগুলি খাবেন না এই সময়ে। এই ট্রান্স ফ্যাট মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্যই খারাপ। বিশেষ করে মাতৃত্বের সময়ে এটি একেবারেই খাওয়া উচিত না। কারণ তা মহিলাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

২) চিনি বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার এই সময়ে কম খেলেই ভাল। কারণ তা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে সন্তানধারণের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৩) চা, কফি বা মদের মতো পানীয়ও এই সময়ে ত্যাগ করা উচিত। কারণ এগুলি দেহে জলের ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

৪) কোনও রকম প্রক্রিয়াজাত খাবার, যেমন, সসেজ, বেকন, সালামি, হিমায়িত খাবার মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যত্বের কারণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেবল ওজন বৃদ্ধিই নয়, আরও বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ৫) বেক করা খাবার, বিশেষ করে পেস্ট্রি, ডোনাট, কেক এবং যে সব খাবারে মার্জারিন আছে, সন্তানধারণের পরিকল্পনা করলে এমন খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

মুখ ভর্তি ব্রণ, মাথা ভর্তি খুশকি থেকে কী ভাবে মুক্তি পাবেন

ত্বকের কালচে ভাব, ব্রণের সমস্যা মেটাতে বাজারচলতি অনেক পণ্যই রয়েছে। তবে রাসায়নিক মিশ্রিত উপকরণের বদলে যদি প্রাকৃতিক উপায়েই ত্বকের যত্ন নিন চান, তা হলে ভরসা করতে পারেন "মাটি"তে। তবে, তা সাধারণ মাটি নয়। মূলতানি মাটি। বহু কাল ধরে ত্বক থেকে চুলের পরিচর্যায় এই মাটির ব্যবহার হয়ে আসছে।

খনিজ সমৃদ্ধ এই মাটির ব্যবহারে রূপটানের চল প্রাচীন ভারতেও ছিল। এই মাটি ত্বকের কালচে ভাব দূর করার, ধুলো-ময়লা পরিষ্কারের, অতিরিক্ত তেল শোষণের ক্ষমতা রাখে।

তবে শুধু মুখ ঝকঝকে করতে নয়, একই উপকরণে চুলের যত্নও নেওয়া যায়। চুল ঝরা হোক বা খুশকির সমস্যা, মূলতানি মাটির সঙ্গে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুখ ও চুলের প্যাক। সারা দিনের পর বাড়ি ফিরে মাত্র ১০ মিনিট মেখে রাখলেই, ধীরে ধীরে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিরবে।

ব্যবহার বিধি- ভাল বলেই যথেচ্ছ পরিমাণে মুলতানি মাটি ব্যবহার করা যায় না। মুখের জন্য ১ থেকে দেড় বা ২ চা-চামচই যথেষ্ট। এই মাটির গুণ আরও ভাল ভাবে পেতে গেলে জলের বদলে গোলাপ জল, দুধ, গ্লিসারিন, নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

কী ভাবে মাখবেন?

তৈলাক্ত ত্বকের চর্চায় এই মাটি বিশেষ কার্যকর। এই ধরনের ত্বকে ধুলো-ময়লা লাগলে তা সহজে পরিষ্কার হতে চায় না। ফলে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্রণের সমস্যাও হয়। তবে মুলতানি মাটি শুধু ত্বককে গভীর ভাবে পরিষ্কার করে না, তা অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সক্ষম।

মুলতানি মাটি ও গোলাপ জল

ব্রণের সমস্যা থাকলে এই প্যাক বিশেষ উপকারী। দেড় টেবিল চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিতে হবে। মৃদু কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কারের পর মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকে লেগে থাকা মাটি তুলতে গিয়ে বেশি জোরে ঘষাঘষি করা চলবে না। মুখের জলের ঝাপটা দিলে মাটি নরম হয়ে যাবে। তার পর আঙুল দিয়ে হালকা হাতে ঘষে তা তুলে ফেলতে হবে।

মুলতানি মাটি ও দুধ

ত্বক শুষ্ক বা স্বাভাবিক হলে মুলতানি মাটি ও দুধের মিশ্রণ ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে সাহায্য করবে। দেড় চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। মুখে মিনিট দশেক রেখে তুলে ফেললেই হবে।

মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কারও ত্বক যদি অতিরিক্ত শুষ্ক হয়, সে ক্ষেত্রে মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কার্যকর হবে। ১ চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে প্যাক বানিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে ১০ মিনিট। তার পর ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বক আর্দ্র ও নরম হবে।

চুলের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার?

খুশকি থেকে চুল পড়া, নানা সমস্যায় কাজে আসে মুলতানি মাটি। ৪ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ৬ টেবিল চামচ মেথির গুঁড়ো এবং ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি মাথার তালু থেকে চুলে লাগিয়ে রাখতে হবে অন্তত ৩০ মিনিট। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল ধোয়া খানিক ঝক্কির হতে পারে। চুলে লেগে থাকা মাটি সহজে উঠতে না চাইলে, সময় নিয়ে প্রতিটি চুল থেকে মাটি সরাতে হবে। মিশ্রণ যদি চুলে লেগে থাকে, তা হলে তা থেকে সমস্যা হতে পারে।

দিনের শেষে ক্লান্তি কাটুক 'গোলাপ-স্নানে'

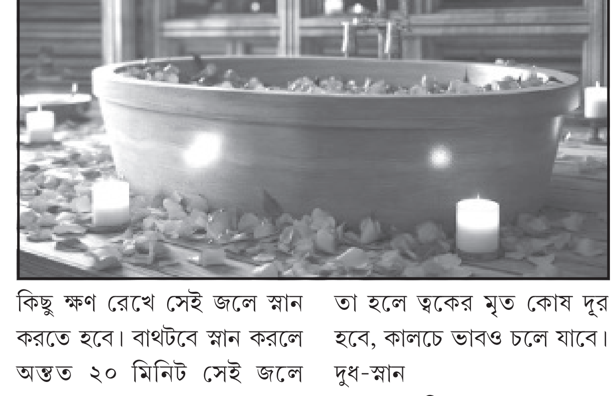

গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো জলে সুন্দরী নায়িকার স্নানদৃশ্য দেখে কখনও কি এমন ফুলেল স্নানের ইচ্ছা হয়েছে? তা হলে, বরং শখ করে বানানো স্নানঘরের বাথটবেও এ ভাবেই স্নান সেরে নিতে পারেন। দিনভরের ক্লান্তি নিমেষে কমে যায় গরম জলে দীর্ঘ ক্ষণ স্নান করলে। কিন্তু প্রতি দিন সেই উপায় থাকে না। কর্মব্যস্ত দিনে এত সময় কই?

তবে ছুটির দিনে বা কাজ শেষে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এমন ভাবে স্নান করলে, শরীর ও মন দুই-ই তরতাজা হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে ঔজ্জ্বল্য আসবে ত্বকেও।

গোলাপ জলে স্নানের নিয়ম

গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে জলে দিতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই জলের তাপমাত্রা। একেবারে ঠান্ডাও নয়, আবার খুব গরমও নয়। জল হতে হবে ঈষদুষ্ণ। না হলে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যাওয়ার ভয় থাকবে।

কেন হালকা গরম জলেই গোলাপ-স্নান?

গোলাপে শুধু সুগন্ধই নেই, রয়েছে নানা গুণও। গরম জলে পাপড়ির গন্ধ ও এতে থাকা প্রাকৃতিক তেল যথাযথ ভাবে মিশে যেতে পারে। গরম জলে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে বেশ কিছু ক্ষণ রেখে সেই জলে স্নান করতে হবে। বাথটবে স্নান করলে অন্তত ২০ মিনিট সেই জলে গা-ভেজালে ত্বকে গোলাপের নির্যাস ভাল ভাবে প্রবেশ করবে। পাপড়িতে থাকা প্রাকৃতিক তেলে মুখ ও শরীরে ঔজ্জ্বল্য আসবে।

ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, গোলাপে থাকা প্রাকৃতিক তেল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক মসৃণ রাখতে ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তা। তবে স্নানের জলে পাপাড়ির পাশাপাশি কয়েকফোঁটা "রোজ এসেনশিয়াল অয়েল" মিশিয়ে দিলে গন্ধ ও কাজ, দুই-ই ভাল হবে।

তবে যদি স্নানঘরের বাথটবে গা ভেজানোর আগে, খনিজ সমৃদ্ধ ইপসম সল্টের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রোজ এসেনসিয়াল অয়েল মিশিয়ে তা দিয়ে সারা শরীর এক্সফোলিয়েট করে নেওয়া যায়, তা হলে ত্বকের মৃত কোষ দূর হবে, কালচে ভাবও চলে যাবে।

দুধ-স্নান

স্নানের অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করতে চাইলে বাথটাবে দু'কাপ কাঁচা দুধও মিশিয়ে নিতে পারেন। দুধের সঙ্গে গোলাপের পাপড়ি, এসেনশিয়াল অয়েলের মিশেলে স্নানের অভিজ্ঞতা অন্য মাত্রা পাবে। বাথটব না থাকলেও এ স্নানের ভাললাগা উপভোগ করা যায়। সে ক্ষেত্রে ছোট গামলা বা বালতিতে ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে দুধ ও গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে নিতে হবে। সেই জলে দীর্ঘ ক্ষণ ধরে স্নান করলেও ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি পাবে।

অনেকের কোনও কোনও এসেনশিয়াল অয়েলে অ্যালার্জি থাকতে পারে। তাই ব্যাবহারের আগে "প্যাচ টেস্ট" করে নেওয়া ভাল।

অতিথির মন জয় করতে পারেন মুড়ির ৩ পদ দিয়ে

সকাল, দুপুর, বিকাল- বাঙালি তিন বেলা মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। সন্ধের ঘরোয়া আড্ডায় চায়ের সঙ্গে মুড়ি-চানাচুরের জুটি রোমিও-জুলিয়েটকেও হার মানায়। তবে মুড়ি দিয়ে বানানো যায় নানা খাবারও। চাইলে বানাতে পারেন।

উপমা- চিড়ের তৈরি উপমা তো অনেক খেয়েছেন। বাড়িতে চিড়ে না থাকলে মুড়ি দিয়েই তৈরি করে নিতে পারেন এই খাবার। পেঁয়াজকুচি, টম্যাপটো, বেল পেপার, সামান্য চিজ এবং অবশ্যাই মুড়ি- এই প্রতিটি উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প সময় বেক করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুড়ির উপমা।

কোফতা কারি- কোফতার সঙ্গে মাছ, মাংসের সম্পর্ক অটুট। তবে মুড়ি দিয়েও তৈরি করা যায় কোফতা। আলু সেদ্ধর সঙ্গে মুড়ি গুঁড়ো করে একসঙ্গে মেখে নিন। তার পর কোফতার আকারে গড়ে ভেজে নিন। সস দই এবং অন্যারন্যমশলা দিয়ে গ্রেভি তৈরি করে তার মধ্যে কোফতাগুলি দিয়ে অল্প জল ঢেলে মাখো মাখো পদ তৈরি করা যায়।

স্প্রিং রোল - খুদে স্প্রিং রোল খেতে পছন্দ করে। কিন্তু সন্তানের স্বাস্থ্যেলর কথা ভেবে বাইরের খাবার একেবারেই খেতে দিতে চান না। সেক্ষেত্রে মুড়ি দিয়েই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন স্প্রিং রোল। রোলের পুর বানিয়ে নিয়ে মুড়ি গুঁড়ো, টোফু, শাকসব্জি দিয়ে। রোলের মধ্যি পুর ভরে ভেজে নিলেই তৈরি স্প্রিং রোল।

কোন কোন অভ্যাস রপ্ত করলেই বাঁচতে পারে জল

স্নান, শৌচকার্য, রান্না, জামাকাপড় কাচা ও খাওয়ার জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন তা খরচের পরেও জল বাঁচানো খুব কষ্টকর কাজ নয়। সাংসারিক ও জৈবিক কাজে যেটুকু জল পর্যাপ্ত, সেটুকুই ব্যবহার করা দরকার। অপ্রয়োজনে ও অতিরিক্ত জল খরচ করা কাজের কথা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু বদল এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে, ভূবিজ্ঞানীরাও সতর্ক করে বলেছেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে। পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়েই। তাই বাড়তি সতর্কতা জরুরি। শুরুটা হোক নিজের বাড়ি থেকেই। রোজের কিছু অভ্যাসেই প্রতি দিন অল্প অল্প করে জল বাঁচানো সম্ভব।

জল বাঁচাতে কী কী করবেন? ১) জলের লিকেজ যেন না হয়। বাড়ির সব কল, পাইপলাইন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। বাথরুম, রান্নাঘরে জলের পাইপ পরীক্ষা করে নিন।

২) স্নানের সময়ে শাওয়ার ব্যবহার না করে বরং বালতি-মগ ব্যবহার করলে ভাল হয়। শাওয়ারে স্নান করার মজা আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে জলের খরচ বেশি হয়।

৩) ময়লা জামাকাপড় একসঙ্গে জমিয়ে রেখে একদিনে ওয়াশিং মেশিনে যতটা হয় দিয়ে কেচে ফেলুন। রোজ রোজ মেশিন চালালে জলের অপচয় বেশি হবে।

৪) দরকার ছাড়া জলের কল খুলে না রাখাই ভাল। ব্যবহারের পর তা বন্ধ করে দিন। আবার যখন প্রয়োজন তখন খুলে কাজ করবেন।

৫) বাড়ির ট্যাঙ্ক ভরার জন্য পাম্প চালালে তা ঘড়ি দেখে বন্ধ করার অভ্যাস করুন। ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জলের ধারা যেন বয়ে না যায়।

৬) বালতি বালতি জল বারান্দা বা উঠোনে না ঢেলে, মগ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এতে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কমবে।

৭) গাড়ি পরিষ্কারের সময়ে বিশেষ খেয়াল রাখুন। হোস পাইপ দিয়ে গাড়ি না ধুইয়ে বরং বালতির জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে গাড়ি মুছতে পারেন। এতে গাড়ি ভাল পরিষ্কার হবে। জলও বাঁচবে।

জলের পুনর্ব্যবহারও করতে পারেন

বালতি বা গামলায় জল ভরে তাতে সব্জি, ফল বা চাল ধুয়ে নিন। সেই জলই গাছে দিতে পারেন। চাল ধোয়া জল গাছের জন্যও ভাল।

জামাকাপড় কেচে সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং বাথরুম বা রান্নাঘর পরিষ্কারের কাজে লাগাতে পারেন। এতে জলের পুনর্ব্যবহারও হবে, অতিরিক্ত খরচও হবে না। সম্ভব হলে বৃষ্টির জল ধরে রাখুন। যদি ফিল্টার বসিয়ে বৃষ্টির জল হারভেস্ট করা সম্ভব হয় তো খুবই ভাল। সেই জল রান্নার বা বাথরুমের কাজে লাগাতে পারেন। না হলে একটা পাইপ লাগাতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আর নীচে একটা ছোট জলাধার তৈরি করতে হবে। সেখানে বৃষ্টির জল এসে জমা হবে। বাগানে জল দেওয়া, বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজে এই জল কাজে লাগানো যেতে পারে।

চোখের তলার ত্বকের রং বদলে যায় কেন?

রাতের পর রাত ঘুম হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে চোখের তলায় কালি পড়া স্বাভাবিক। কিংবা প্রচণ্ড মানসিক চাপ, আঘাত থেকেও চোখের তলায় কালচে ছোপ পড়ে। তবে চোখের তলার চামড়া বা মণির রং কখনও গোলাপি, ধূসর হয়ে উঠতে পারে। চোখের মণি হয়ে উঠতে পারে রক্তবর্ণও। কিন্তু কেন এমনটা হয়?

চোখের চিকিৎসকেরা বলছেন, চোখ কিংবা চোখের মণির রং কেমন হবে তা অনেকটাই জিনের উপর নির্ভর করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার রং বদলে যাওয়াও স্বাভাবিক। তবে প্রাপ্তবয়স্ক কারও চোখে যদি হঠাৎ এমন পরিবর্তন আসতে শুরু করে, তা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। শুধুমাত্র রাত জাগা কিংবা মানসিক চাপ এই ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে না। কী কী কারণে এই ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে? ১) বর্ষাকালে ব্যাক্টেরিয়াবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যে কারণে এই মরসুমে কনজাংটিভাইটিসের মতো রোগেরও বাড়বাড়ন্ত হয়। কনজাংটিভাইটিস হলে কিন্তু চোখের রং গোলাপি বা রক্তবর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ২) কোনও কারণে আঘাত লাগলে চোখের ভিতর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। চিকিৎসা পরিভাষায় যা "সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ" নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই ধরনের সমস্যা হলে চোখ লাল হয়ে থাকে। ৩) সূর্যের অতিবেগনি রশ্মিও কিন্তু চোখের ক্ষতি করে। যার ফলে চোখ এবং সেই সংলগ্ন ত্বকের রং ফ্যাকাসে হয়ে যেতে পারে। চোখের চারপাশের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। জিন ছাড়াও আরও দু"টি কারণে চোখের রং বদলে যেতে পারে। সেগুলি হল বয়স এবং পরিবেশ। অবশ্য জটিল কোনও রোগভোগের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে। তবে তা রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। যদি তা না হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। চাখ ভাল রাখতে কয়েকটি বিষয়ও মেনে চলা জরুরি। যেমন চোখের চারপাশের ত্বক আর্দ্র রাখা। পর্যাপ্ত জল খাওয়া। বাইরে বেরোনোর আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। রোদচশমা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে পারলে আরও ভাল হয়। চোখের তলায় কালচে ছোপ দূর করতে ভাল মানের সিরাম মাখা যেতে পারে। ঘরোয়া টোটকা হিসাবে কাঠবাদামের তেল কিংবা নারকেল তেলও ভাল।

পোষ্য যখন পর্যটন সঙ্গী, কী কী খেয়াল রাখবেন?

পোষ্যকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসবেন ভাবছেন? তা হলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতেই হবে। যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গাটি পোষ্যের জন্য উপযুক্ত কি না, থাকার জায়গা কী ভাবে বাছবেন, খাওয়াদাওয়া তো আছেই, ট্রেন বা প্লেনের টিকিট কাটার সময়ে কী কী খেয়াল রাখতে হবে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি জেনে নেওয়াই ভাল। পোষ্য যখন পর্যটন সঙ্গী, কী কী খেয়াল রাখবেন? ১) সবচেয়ে আগে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। পোষ্যের শারীরিক অবস্থা কেমন, পাহাড়ে গেলে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, পোষ্যের যদি কোনও অসুখ থাকে, তা হলে তাকে নিয়ে যেতে পারবেন কি না ইত্যাদি বিশদে জেনে নিতে হবে। কী কী ওষুধ সঙ্গে নেবেন তা-ও জেনে নেওয়া জরুরি। ২) পোষ্য সব জায়গায় হেঁটে যেতে পারবে না হয়তো। তাই আরামদায়ক ক্যারিয়ার প্রয়োজন। পোষ্যের আকার, ওজন অনুযায়ী ক্যারিয়ার কিনতে হবে। ট্রেনে বা গাড়িতে এমন ক্যারিয়ার কাজে লাগবে। কিছু বিমান সংস্থা পোষ্যের জন্য আলাদা ক্যারিয়ার দেয়। তবে নিজেরটা সঙ্গে রাখাই উচিত।

৩) পোষ্যের পরিচয়পত্র দরকার। নিজের পরিচয়পত্র যেমন সঙ্গে নিচ্ছেন, তেমনই পোষ্যের নাম, মালিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিত লিখে বা প্রিন্ট করে তার কলারে লাগিয়ে দেবেন। যদি কোনও কারণে হারিয়ে যায়, তা হলে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। ৪) হোটেল বুক করার আগে জেনে নেবেন সেখানে পোষ্যকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে কি না। পোষ্যের জন্য আলাদা খরচ দিতে হবে কি না অথবা হোটেলের ঘরে পোষ্যকে একা রেখে যেতে পারবেন কি না। ৫) ট্রেনে পোষ্যকে নিয়ে যেতে হলে ভারতীয় রেলের গাইডলাইন মানতে হবে। প্রথম শ্রেণির কামরায় কুপ বা কেবিন বুক করতে হবে। তার জন্য আগেই আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। প্ল্যাটফর্মের পার্সেল বুকিং কাউন্টারে একটি টিকিট বুক করতে হবে। এতে যাত্রীরা তাদের পোষা প্রাণীকে লাগেজ বক্সেও নিয়ে যেতে পারেন। পোষ্যকে নিয়ে ভ্রমণের আগে পশু চিকিৎসকের শংসাপত্র নিয়ে আসতে হবে। শংসাপত্রে পোষা প্রাণীটির সমস্ত টিকা দেওয়া হয়েছে কিনা, তার উল্লেখ থাকতে হবে স্পষ্ট ভাবে। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে প্রাণীটি কোন প্রজাতির, তার আকার, ওজন, লিঙ্গও উল্লেখ করতে হবে। ট্রেন ছাড়ায় তিন ঘণ্টা আগে পৌঁছে সমস্ত নথিপত্র জমা করতে হবে। সেখানে সারমেয়ের ওজন করা হবে এবং প্রতি কিলোগ্রাম অনুযায়ী ৩০ টাকা মূল্য ধার্য করা হবে। এই প্রক্রিয়াগুলো শেষ হলে, আপনি পোষ্যের টিকিট হাতে পেয়ে যাবেন। পোষ্যের খাবার ও পানীয়ের দায়িত্ব হবে মালিকের। পোষ্যের আঘাত লাগলে বা কোনও জায়গা নোংরা করলে, তার দায়িত্বও হবে মালিকের।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে জাতীয় ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি) পর্বতারোহণ অভিযান দলকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্টজয়ী ৫ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়ের এনসিসি দলকে সংবর্ধনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ১২ জুন মাউন্ট এভারেস্টজয়ী ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি)-র পর্বত অভিযাত্রী দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। গড় ১৯ বছর বয়সী ৫ টি ছেলে এবং ৫ টি মেয়ের এই দল গত ১৮ মে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে। কর্নেল অমিত বিস্ত-এর নেতৃত্বে দলের তাজা সাহস, উদ্দীপনা এবং দেশপ্রেমকে সম্মান জানিয়ে তিনি ১০ লক্ষ টাকার চেক উপহার দিলেন কোনোরকম আহত হওয়ার ঘটনা ছাড়াই অতি প্রতিকূল পরিবেশেও এই সাফল্য অর্জনের জন্য।

নতুন দিল্লির সাউথ ব্লকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্যাডেটরা তাঁদের অভিযানের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। কঠোর প্রশিক্ষণ, নিখুঁত পরিকল্পনা এবং যেসব সমস্যায় পড়তে হয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওই দলকে সাহস, শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা এবং শান্ত থাকার পরীক্ষায় অনায়াসে সফল হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান।

তরুণ প্রজন্মের কাছে এই ক্যাডেটরা অনুপ্রেরণার উৎস জানিয়ে রাজনাথ সিং বলেন যে, এই অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সাহসী ক্যাডেটরা এই বার্তা পাঠিয়েছে যে, বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরও এদেশের তরুণদের কাছে অজেয় নয়। তিনি বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস, এই ক্যাডেটরা যেভাবে মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণ করার সময় সাহস এবং নিষ্ঠা দেখিয়েছে, সেভাবেই ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি থেকেও তারা উত্তীর্ণ হবে।

ক্যাডেটদের মধ্যে দেশের জন্য গর্বের ভাব প্রোথিত করার পাশাপাশি এনসিসি যেভাবে তাদের শারীরিক, মানসিক এবং অনুভুতিকে শক্ত হতে এবং তাদের সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে চেষ্টা করেছে, তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি ক্যাডেটদের পরিবার-পরিজনেরও প্রশংসা করেন, যারা এই উদ্যোগে তাদের সমর্থন জানিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনসিসি-র ডিজি লেঃ জেনারেল গুরবীরপাল সিং।

২০১৩ এবং ২০১৬-র পর এটি এনসিসি-র তৃতীয় সফল এভারেস্ট অভিযান। অভিযাত্রী দলে ছিলেন ১০ জন ক্যাডেট, একদল অফিসার, জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার, ইনস্ট্রাকটর এবং নন কমিশন্ড অফিসার। দলে ছিলেন সুবেদার মেজর বলকর সিং। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম সুবেদার মেজর যিনি মাউন্ট এভারেস্টে উঠলেন। দলের সবচেয়ে তরুণ ক্যাডেটের বয়স মাত্র ১৬ বছর। গত ৩ এপ্রিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযানের সূচনা করেন। অভিযান চলাকালীন এই দল কঠোরভাবে মান্য সুরক্ষাবিধি এবং নিয়মনীতির অনুসরণ করেছে। প্রতিটি স্তরে সকল সদস্যের সুস্থতা নিশ্চিত করেছে।

সমস্ত পথ এখন আলর্ণাথের দিকে, কারণ জগন্নাথ ও তাঁর ভ্রাতৃগণ এখন 'আনাসরা' পর্যায়ে

ভুবনেশ্বর, ১২ জুন: আজ থেকে শুরু হয়েছে ভগবান আলর্ণাথের 'আনাসরা দর্শন'। আগামী ১৫ দিন ধরে ভক্তরা পুরী জেলার ব্রহ্মগিরির নিকটবর্তী ঐতিহাসিক আলর্ণাথ মন্দিরে চারভুজ নারায়ণ রূপে দেবতাকে দর্শন করতে পারবেন।

সূত্র মতে, দেবস্নান পূর্ণিমায় মহা স্নান উৎসবের পর জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা অনাসরা গৃহে প্রবেশ করেছেন। এই সময়ে, তাঁদের জনসাধারণের সামনে আনা হয় না এবং বিশ্বাস করা হয় যে আলর্ণাথদেবের পূজা করা জগন্নাথদেবের পূজার সমতুল্য। ফলে এই সময়ে আলর্ণাথ মন্দির পরিণত হয়েছে এক বৃহৎ তীর্থক্ষেত্রে।

ভক্তরা এখানে আসেন শুধু দর্শনের জন্য নয়, বিখ্যাত মন্দির প্রসাদ 'খিরি' উপভোগ করতেও। এই খিরি বিশেষ রকমের চাল ও দুধের পায়েস, যা আলর্ণাথ মন্দিরের এক অনন্য ঐতিহ্য।

ঐতিহাসিক মতে, মন্দিরটির প্রাচীন নির্মাণ ৯ম শতকে রাজা বনুদেব চতুর্থের শাসনকালে হয়েছে। তবে মন্দিরটি মূল খ্যাতি অর্জন করে ১২শ শতকে, যখন শ্রী রামানুজাচার্য্য মন্দিরটির সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

আরও জানা গেছে, আলর্ণাথ নামটি এসেছে রাজস্থানের আলওয়ার রাজবংশের শাসকদের থেকে, যাঁরা এই মন্দির স্থাপন করেন।

পরে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে শ্রী চৈতন্য দেবের আগমন মন্দিরের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি করে।

শ্রী চৈতন্য এখানে ভগবান জগন্নাথের এক জীবন্ত রূপ অনুভব করেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে উপাসনা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, অনাসরা কালীন সময়ে জগন্নাথ মন্দিরে পট্টচিত্রের মাধ্যমে "অনাসরা পট্টি" বা "অনাবসরা পট্টি"র রূপে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার পূজা হয়। এমনকি সিংহদ্বারের ডানদিকে অবস্থিত পতিতপাবন মূর্তির দর্শনও এই সময় বন্ধ থাকে।

এই অনাসরা পর্য্যায়ে ভক্তদের জন্য আলর্ণাথদেবের দর্শনই হয়ে ওঠে প্রধান ভরসা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী, এই সময়ে তাঁর দর্শন বিশেষ কল্যাণময় বলে বিবেচিত।

জজপুরে ডায়রিয়ার প্রকোপে আরও দুই জনের মৃত্যু, মোট মৃতের সংখ্যা ৪: সিডিএমও নিশ্চিত করলেন

ভুবনেশ্বর, ১২ জুন: জজপুর জেলায় ডায়রিয়ার প্রকোপে আজ আরও দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার জনে। বৃহস্পতিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রকাশ বল।

সিডিএমও বল সংবাদমাধ্যমকে জানান, "এই মুহূর্তে ১৩৪ জন রোগী জজপুর জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আজ যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা দু'জনেই মহিলাএকজনের বয়স ৭৫ বছর ও অপরজনের ৪২ বছর।"

তিনি আরও জানান, জেলা সদর হাসপাতালের পাশাপাশি জজপুর রোড, ধর্মশালা ও কোরেই এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তবে আরও দুই মৃত্যুর খবরে জেলার স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, ধর্মশালা, জজপুর রোড ও দানাগাড়ির কমিউনিটি হেলথ সেন্টার-সহ জেলা সদর হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা চলছে। গুরুতর অবস্থায় থাকা রোগীদের কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

এদিকে, জনস্বাস্থ্য সেবার পরিচালক ডা. নীলকণ্ঠ মিশ্র জানিয়েছেন, জেলায় গঠিত র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম---এর মাধ্যমে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়া বিচ্ছিন্ন ঘটনার দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায়, রাজ্য স্তরের দুটি বিশেষ টিমযার সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, মহামারী বিশেষজ্ঞ এবং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভিল্যান্স প্রোগ্রামের আধিকারিকরাজজপুরে মোতায়েন করা হয়েছে। এই টিমগুলি সিডিএমও এবং জেলার অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে।

এছাড়াও, মহারাজা যযাতি কেশরী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা গুরুতর রোগীদের চিকিৎসা সামলাচ্ছেন। কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ থেকে ৬ জন অভিজ্ঞ মেডিসিন বিশেষজ্ঞকে জজপুরে পাঠানো হয়েছে, যাতে আক্রান্তদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়।

শোকে বিহ্বল দেশ

● প্রথম পাতার পর

"সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আপাতত সম্পূর্ণভাবে অচল। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ফ্লাইট অপারেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা তাদের এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সর্বশেষ তথ্য জেনে নিন।"

ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন জানিয়েছে, বিমান দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

এদিকে, আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, যাতে ২৪০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন। সারা দেশের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ লিখেছেন, "আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। দ্রুত উদ্ধার ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'গ্রীন করিডর' তৈরি করা হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এনডিআরএফ ও অন্যান্য সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি বলেন, "এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছেন। হাসপাতাল ও ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। সিনিয়র অফিসারদের বিমানবন্দর ও হাসপাতালে মোতায়েন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সরাসরি নজরদারি করছে।"

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস এক্স-এ লিখেছেন, "আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার খবরে মর্মাহত। সকলের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি।"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,আজ আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনার খবর শুনে হতবাক ও শোকাহত। ২৪২ জন যাত্রী নিয়ে এ দুর্ঘটনা আমাদের সকলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। যাঁরা এখনও নিখোঁজ বা আহত, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছি।"

আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক ও প্রাক্তন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিখেছেন, "সকলের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করি।"

আপ নেতা মণীষ সিসোদিয়া বলেন, আহমেদাবাদ থেকে ভয়ঙ্কর খবর। উড্ডয়নের সময় একটি যাত্রীবাহী বিমান আবাসিক এলাকার কাছে ভেঙে পড়েছে। ধোঁয়ার ছবি ও ক্ষতির দৃশ্য হৃদয় বিদারক। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি। প্রভাবিত পরিবারগুলিকে ঈশ্বর শক্তি দিন।"

সপা প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, এই দুর্ঘটনার তদন্তে পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকা উচিত। যাতে কোনও সন্দেহ না থাকে। সমস্ত যাত্রী ও ক্রুদের জন্য প্রার্থনা করছি। উদ্ধার, ত্রাণ ও চিকিৎসা সর্বোচ্চ স্তরে নিশ্চিত করতে হবে।"

শিবসেনা (ইউবিটি)-এর নেতা আদিত্য ঠাকরে লেখেন,আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার খবর শুনে মর্মাহত। জীবিতদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আশাবাদী, আরও খারাপ কিছু না ঘটে।"

এদিকে, ঘটনাস্থলে এখনও উদ্ধার ও চিকিৎসা পরিষেবা চালু রয়েছে।অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও জরুরি সাড়া ব্যবস্থা কার্য্যকর করা হয়েছে।

দুর্ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা গেছে, ভয়াবহ ধোঁয়া আকাশে উঠছে, যা ভাস্করপুর সহ বহু কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা গিয়েছে। স্থানীয়রা আতঙ্কে ভিড় জমিয়েছেন, সঙ্গে সাইরেনের শব্দে এলাকা তীব্র উত্তেজনার মধ্যে পড়ে। ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ ও মেডিকেল টিম তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

প্রচণ্ড গরমে নাকাল দিল্লি-এনসিআর আইএমডি জারি করল "রেড অ্যালার্ট"

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: রাজধানী দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে তীব্র গরমে জনজীবন চরমভাবে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যেই তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং সারাদিন তা ৪৩ থেকে ৪৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এই পরিস্থিতিতে আইএমডি দিল্লি ও আশেপাশের অঞ্চলের জন্য 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছেযা সর্বোচ্চ স্তরের সতর্কতা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৩ জুন শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পেতে পারে।আইএমডি-র সতর্কতা অনুযায়ী, প্রচুর জল পান করুন, রোদে সরাসরি যাওয়া এড়িয়ে চলুন, দুপুরের তীব্র গরমে বাইরে বেরনো বন্ধ করুন, শরীরকে ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

রাজধানীবাসীর এক বাসিন্দা জানান, খুব গরম পড়েছে। ঘর থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। বারবার জল খাচ্ছি, মুখ ঢেকে রাখছি, চশমা পড়ছি আর অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে যাচ্ছি না। একজন কর্মরত পেশাজীবী বলেন, "প্রতিদিন অফিসে যেতে হয়। গরমের জন্য বাইরে বেরনো খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সকাল সকালও রোদ আর উত্তাপ সহ্য করা কঠিন। আরেকজন জানান, "গরম পড়ছে ঠিকই, কিন্তু কাজ থেমে থাকে না। গরমে বাইরে বেরোলেও লেবুর রস খুব উপকারী।

নোয়ডার এক বাসিন্দার কথায়, "নিজেদের জলপান করার সঙ্গে সঙ্গে, পথচারী, পাখি ও আশেপাশের পশুদের জন্যও জল রাখার চেষ্টা করা উচিত। এতে ওরাও এই মারণ গরমে একটু উপশম পাবে।"

২,৭০০ কোটির টাকা নয়ছয়কাণ্ডে দিল্লি, রাজস্থান ও গুজরাটে ইডির হানা, রিয়েল এস্টেট প্রকল্প 'রেড নেক্সা এভারগ্রিন'-কে ঘিরে জালিয়াতির অভিযোগ

জয়পুর, ১২ জুন: ২,৭০০ কোটির একটি বৃহৎ মানিলন্ডারিং মামলায় বৃহস্পতিবার বড়সড় অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দিল্লি, রাজস্থান ও গুজরাটে প্রায় ২৪টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। এই তদন্ত একটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্প, 'রেড নেক্সা এভারগ্রিন'-এর সঙ্গে যুক্ত আর্থিক প্রতারণার মামলার সূত্রে চলছে।

রাজস্থানে ইডির দলগুলি জয়পুর, জোধপুর, সিকার ও ঝুনঝুনু শহরে তল্লাশি চালিয়েছে। গুজরাটের আহমেদাবাদ এবং দিল্লির বিভিন্ন অংশেও একযোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, রেড নেক্সা এভারগ্রিন প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্লট, ফ্ল্যাট বা নির্দিষ্ট মেয়াদের পর উচ্চ রিটার্ন দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি, ফলে বহু বিনিয়োগকারী প্রতারিত হয়েছেন।

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে এর আগেই রাজস্থান পুলিশ একাধিক এফআইআর দায়ের করেছে। বহু হতাশ বিনিয়োগকারী পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং প্রতারণার অভিযোগ দাখিল করেন।

বর্তমানে ইডি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন -এর আওতায় আর্থিক লেনদেন ও প্রতারণার মূল হোতাদের চিহ্নিত করতে তদন্ত চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে বহু নথি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং তদন্তে আরও নতুন তথ্য উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এক ইডি আধিকারিক জানান, "এই অভিযান মানিলন্ডারিং-এর প্রেক্ষিতে চালানো হচ্ছে। তল্লাশি শেষ হওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

উল্লেখযোগ্য: এতদিন পর্য্যন্ত রাজস্থান পুলিশ এই মামলায় তদন্ত করছিল। কিন্তু ইডি সক্রিয় হওয়ার পর মামলার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে এবং শিগগিরই নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভদ্রক জেলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জেরে ২৪ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ

ভুবনেশ্বর, ১২ জুন: ভদ্রক জেলায় ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আজ সকাল ৬টা থেকে আগামীকাল সকাল ৬টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভুয়ো তথ্য ও গুজবের প্রসার রোধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের প্রভাব ভদ্রক পৌরসভা, ভদ্রক ব্লক, টিহিদি, ধামনগর ব্লক এবং ধামনগর পৌরসভা এলাকায় পড়বে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ২৭টি পুলিশ প্লাটুন মোতায়েন করা হয়েছে। ভদ্রকের পুলিশ সুপার মনোজ রাউত নিজে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন এবং প্রশাসনিক তৎপরতা তদারকি করছেন।

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্তটি একটি সাম্প্রতিক ঘটনার পর নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে টিহিদি থানার অন্তর্গত এলাকায় গরু পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত হন সন্তোষ পরিদা নামের এক যুবক। গতকাল তিনি ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

মৃতের স্ত্রী মিনতি বেহেরা টিহিদি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই ভিত্তিতে পুলিশ এখন পর্য্যন্ত ১২ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে, যার মধ্যে দু'জন মূল অভিযুক্ত রয়েছেন। এখনও বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত পলাতক, যাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলেও শান্তি রক্ষায় তৎপর রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে ও সহানুভূতির বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য, সন্তোষ পরিদা প্রায় ১৩ দিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল দুপুর ২টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অভিশপ্ত উড়ান এআই-১৭১

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্যে যাত্রা করা এআই ১৭১ নম্বর ফ্লাইটটি একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। আমরা এই দুঃখজনক ঘটনার শিকার সকলের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য এখন ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং উদ্ধারকারী দলকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করা।"

এদিকে, ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ ও মেডিকেল টিম। তাছাড়া, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। একটি জরুরি হেল্পলাইন ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে পরিবাররা তথ্য পেতে পারেন।

বিমান দুর্ঘটনায় টাটা গ্রুপ প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তদন্তে বিমান সংস্থার গাফিলতি প্রমানিত হলে ক্ষতিপূরণের পরিমান আরও বৃদ্ধি করা হবে। এরই মধ্যে, ব্লেকবক্স উদ্ধারের পর দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ডিকোড করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ব্রিটেন থেকে এক তদন্তকারীদল এই বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সাহায্যে ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছে। টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান বোয়িং বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থার সিইওর সাথে কথা বলেছেন। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তিনি সাহায্য চেয়েছেন। তাঁকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বোয়িং সংস্থার সিইও।

রাজস্থানের ঝুনুনুতে সেনা জওয়ানকে পিটিয়ে হত্যা, দুই যুবক আটক

জয়পুর, ১২ জুন: রাজস্থানের ঝুনুনু জেলার সুরাজগড় থানা এলাকার পালোটা কা বস গ্রামে একটি মর্মান্তিক ঘটনায় সেনা হাভিলদার বিক্রম সিং (৪০) কে দুই যুবক বেধড়ক পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিক্রম সিং ১৮ রাজ রাইফেলস ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানে পাঞ্জাবের আবোহর জায়গায় পোস্টেড ছিলেন। গত ৭ জুন ছুটিতে নিজের গ্রামে এসেছিলেন। মঙ্গলবার রাতে যখন তিনি আবার দায়িত্বে যোগ দিতে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন স্থানীয় দুই যুবক তাকে বাধা দেন এবং একটি স্কোরপিও এসইউভিতে করে জোরপূর্বক তাদের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তাদের নির্মমভাবে তাকে মারধর করা হয়।

পরে গুরুতর অবস্থায় বিক্রমকে বাড়ির বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্রমকে হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ স্টেশন অফিসার হেমরাজ মীনা জানান, পরিবারিক অভিযোগের ভিত্তিতে হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ বুধবার দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে। তাদের মোবাইল লোকেশন, কল রেকর্ড ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রমাণাদি খতিয়ে দেখা হচ্ছে হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য। জানা গেছে, হাভিলদার বিক্রম সিং অবসরের আগেই ছিলেন, মাত্র এক বছরের চাকরি বাকি ছিল।এই ঘটনা গ্রামবাসী এবং সশস্ত্র বাহিনী মহলে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। পুলিশ মামলা তদন্ত চালিয়ে বিচার নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।

আসন্ন ৩ ঘণ্টায় বজ্রঝড় ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা, ওড়িশার ৭ জেলায় আইএমডি-র সতর্কতা

ভুবনেশ্বর, ১২ জুন: ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকালে একটি কমলা সতর্কতা জারি করেছে ওড়িশার সাতটি জেলার জন্য। এই জেলাগুলিতে আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বজ্রঝড় এবং ঘণ্টায় ৬০ কিমি পর্য্যন্ত বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

যে জেলাগুলির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেগুলি হল গঞ্জাম, পুরী, খুরদা (সহ ভুবনেশ্বর), কটক (সহ কটক শহর), জগৎসিংহপুর, কেন্দ্রপাড়া ও নায়াগড়। আজ সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে আইএমডি সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে, এই জেলাগুলিতে আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি হতে পারে। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা আবহাওয়ার উপর সতর্ক নজর রাখেন এবং প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলা রেল পুলিশের হাতে দুই বাংলাদেশীকে আটক করা হয়।

রাস্তার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এনে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ জুন:আমবাসার শান্তিপাড়ায় রাস্তার নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করল এলাকাবাসী। আমবাসা শান্তিপাড়া এলাকায় চলমান রাস্তার কাজ ঘিরে চরম অসন্তোষে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, রাস্তার এক অংশে কাজ হচ্ছে পাথর বিছিয়ে, অন্য অংশে ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের ইটের গোড়া। এই বৈষম্য এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের বিরুদ্ধে আজ সকালেই রাস্তায় নেমে পড়েন এলাকার মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, 'এই রাস্তাটি বহু বছর ধরে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এতদিন পর কাজ শুরু হলেও যেভাবে দুভাবে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে আমরা সন্দিহান।'

এলাকাবাসীর প্রতিবাদের মুখে কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থা। তারা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁরা চান, 'একটি টেকসই এবং সমমানের মান বজায় রেখে পুরো রাস্তাটির কাজ হোক।

পুরনিগমের কনফারেন্স হলে নিগমের কাউন্সিল সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২জুন:পুরনিগমের কনফারেন্স হলে নিগমের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে নিগমের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় শেষ কাউন্সিল সভায় যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার উপর আলোচনা হয়।

বৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রতিটি ওয়ার্ডকে তা মেরামতের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয় আজকের এই মিটিং-এ।

মশানিধনে বাজেট বরাদ্দে টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ চলছে। পাশাপাশি নিগম এলাকায় যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ চলছে তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে পর্য্যালোচনা করা হয়।

খোয়াইয়ে মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ জুন:খোয়াইয়ের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। বুধবার খোয়াই বয়েজ স্কুল মাঠে একটি অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স (ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্ট)-এর শিলান্যাস করা হয়। নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব, অভিষেক সিং (আইএএস) এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের জেলাশাসক ও সমাহর্তা রজত পন্থ (আইএএস), খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, খোয়াইয়ের মহকুমা শাসক কুমারী চারু ভার্মা (আইএএস), এবং আরডি ষষ্ঠ সার্কেলের সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার আশিষ মাণিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, এই অঞ্চলে একটি বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা। নির্মীয়মান এই কমপ্লেক্সটি ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের জন্য একটি উন্নত অনুশীলন কেন্দ্র এবং টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রধান স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি, এটি জেলা-স্তরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে, যা এই অঞ্চলের ক্রীড়া উন্নয়ন, সামাজিক কার্য্যকলাপ এবং সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করেন উপস্থিত অতিথিগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় নামলো পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে তারিনী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ধনপুর শান্তিনগর এলাকায় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। আটকে পড়েন যান চালক ও যাত্রীরা। তাতে,যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও বিদ্যালয় পরির্দশক।

এদিন ছাত্রছাত্রীদের বলেন, তারিনী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছে। এমনিতেই ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট। চারজন শিক্ষক দিয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালাতে হচ্ছে শিক্ষকদের। ঐতিহ্যবাহী স্কুলটির শিক্ষক সংকটের কথা বারবার ওপর মহলে জানানো হলেও অতিরিক্ত আর শিক্ষক দেওয়া হয়নি। চারজন শিক্ষকের মধ্য থেকে সঞ্জয় সাহা বিজ্ঞান শিক্ষককে বদলি করে দেয় অন্যত্রে। এমনিতে শিক্ষক সংকর তার উপর আবার শিক্ষক বদলি ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজ সড়ক অবরোধ করে বসে এরই প্রতিবাদেই ছাত্রছাত্রীরা আজ সড়ক অবরোধ করে।

এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশ এবং বিদ্যালয় কতৃর্পক্ষ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এনং শিক্ষক বদলির বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ মুক্ত করে দেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

বামির্জ সিগারেট বহনকারী গাড়ি দূর্ঘটনার কবলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন : গতকাল রাতে বামির্জ সিগারেট বহনকারী গাড়ি দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই ঘটনায় ধর্মনগর পানিসাগর মূল সড়কে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় জনতা ওই গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সিগারেট উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে সিগারেট বাজেয়াপ্ত করো থানায় নিয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মিজোরাম থেকে অবৈধভাবে বার্মিজ সিগারেট পাচার করে ত্রিপুরার উত্তর জেলার দামছড়া পানিসাগরে পাচার করা হয়। প্রায় প্রতিদিন রাতেই জলেবাসার নাকা চেকিং পয়েন্ট পুলিশ থাকা সত্ত্বেও ধর্মনগর মূল সড়ক হয়ে আনন্দবাজার নাকা চেকিং পয়েন্ট হয় বাংলাদেশে রপ্তানির ঘটনা সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। এই চোরাচালান চক্রের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের জন্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং পুলিশের কিছু সদস্যের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল গভীর রাতে এএস১১এই৮২২৪ নম্বরের একটি গাড়ি পানিসাগর রোডের তিলতৌই এলাকায় ধর্মনগর পানিসাগর মূল সড়কের দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। পরে স্থানীয় জনতারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করে। পরবর্তীতে পানিসাগর থানার পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি এবং সিগারেটগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে পানিসাগর থানায় নিয়ে গিয়েছে। প্রায়ই এই ধরনের সিগারেট বহনকারী গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

কিন্তু পানিসাগর পুলিশ প্রশাসন এই চোরাচালান বিষয়ে অবগত নয় কি বলে প্রশ্ন উঠেছে। চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ পানিসাগর থানার পুলিশ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে সন্দেহ তৈরি হয়েছে শুভ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে যে, পুলিশের কিছু সদস্য এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। এই চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

বাণিজ্যের প্রসারে মার্কেটিং সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে। জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়নে ১,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গত অর্থবছরে এডিসি"র বাজেটে অতিরিক্ত ১৬৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ যেমন, আগর, রাবার, ভূগর্ভস্থ গ্যাস, কৃষি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। এই কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়নের কাজ চলছে। উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রাখতে সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, জেলাশাসক রজত পন্থ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত)।

তালা

● আটের পাতার পর

ছিলেন এবং ছয় মাস আগে অবসরে গিয়েছেন।

সংবাদ মাধ্যমে তারা জানিয়েছে, তারা কোনোভাবেই নেতাজি কলোনি অঙ্গনারী সেন্টারে জেনারেল প্রার্থী মন্টি ভৌমিক দত্তের নিয়োগ মেনে নেবেন না। যতদিন পর্য্যন্ত সুনিতি দেববর্মাকে নিয়োগ না দেওয়া হয় ততদিন পর্য্যন্ত তারা অঙ্গনারী সেন্টারের তালা খুলবেন না বলে সংবাদ মাধ্যমে হুমকি দিয়েছেন।

ধৃত

● আটের পাতার পর

ব্যক্তি কিশোরীর উদ্দেশ্যে অশালীন অঙ্গভঙ্গি শুরু করে। সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ওই কিশোরী তার মোবাইল ফোনে ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করে এবং মনু স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই তা তার ভাইকে পাঠিয়ে দেয়। ভাইয়ের মাধ্যমে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্মনগর স্টেশনে ট্রেন থামার পর উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে ফেলে এবং গণধোলাই দিয়ে জিআরপিএস-এর (রেল পুলিশ) হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার ঠিক আগেও ত্রিপুরায় এমন একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছিল। পরপর এই ধরণের ঘটনা রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।

টিংকু

● আটের পাতার পর

এই প্রকল্পে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার মানুষ এই আয়ুষ্মান যোজনার আওতায় চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছেন। প্রতি পরিবারে বছরে ৫ লক্ষ টাকার ইন্সুরেন্স সুবিধা সহ একাধিক সরকারি হাসপাতালে এখন বিনামূল্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।এছাড়া দেশে ও রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় 'জন ঔষধি কেন্দ্র' খোলা হয়েছে, যেখানে সরকার নির্ধারিত কম মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। এই উদ্যোগে ত্রিপুরার সাধারণ জনগণও উপকৃত হচ্ছেন এবং সুলভ মূল্যে ওষুধ সংগ্রহ করে সুচিকিৎসা পাচ্ছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিজেপির নেতারা দলীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তার এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সফল বাস্তবায়নের কথাও তুলে ধরেন। ভবিষ্যতে আরও কী কী উন্নয়নমূলক প্রকল্প জনগণের জন্য আনা হবে, সেই বিষয়েও সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন তারা। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তাঘাট আইনি সেবা কর্মসংস্থান যে উন্নতি হয়েছে সে সকল সম্বন্ধেও অবহিত করেন।

বেতন বঞ্চনার শিকার সাফাই কর্মীরা প্রতিবাদে বিক্ষোভ

আগরতলা, ১২ জুন : তিন মাস ধরে বেতন না পেয়ে মেলাঘর পৌরসভার ২৪ জন সাফাই কর্মী। বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে পৌরসভার মূল ফটকের সামনে ধর্ণা বসলেন তাঁরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মেলাঘর পুর নিগমের অধীন যতজন সাফাই কর্মী রয়েছে গত ৫ মাস ধরে তাদের ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত। যে সাফাই কর্মীরা পুর নিগমের অধীনে সাফাই কাজ করে। তারা নিজেদের সংসার প্রতিপালন করে থাকেন। যারা সাফাই কাজের পর মাসের শেষে যে কয়টা টাকা টাকা একমাত্র ভরসা, সাফাই কর্মীদের সেই বেতন থেকে বঞ্চিত রেখেছে মেলাঘর পুর নিগম। সাফাই কর্মীরা মাসের পর মাস দিনের পর দিন পুর নিগমের আধিকারিকদের দরজায় দরজায় গিয়ে একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাফাই কর্মীদের তাদের ন্যায্য বেতন মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, অথচ পুরো নিগম মেলাঘরবাসীর কাছ থেকে প্রতি মাসে খাজনা ঠিকই আদায় করে নিচ্ছে।

কিন্তু যারা মেলাঘরকে প্রতিদিন সাফাই করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখছেন সেই সাফাই কর্মীদের সাথেই পুর নিগমের এই ধরনের আচরণ। সাফাই কর্মীরা, গত ৫ মাস ধরে তাদের ন্যায্য বেতন না পেয়ে তাদের সংসার প্রায় অচল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা কিন্তু তারপরেও মেলাঘর পুরনিগম তাদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে না। সাফাই কর্মীরা যতবার বেতন চাইতে পুর নিগম অফিসে গিয়েছে ততবারই তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে বাধ্য হয়ে সাফাই কর্মীরা মেলাঘর পুর নিয়ম কার্য্যালয় অফিসে থালা নিয়ে ভিক্ষা চাওয়ার মাধ্যমে ধর্ণায় বসেন।

তাদের দাবি তাদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। অনেকেরই দাবি সাফাই কর্মীদের বেতন না পাওয়ার পেছনে একমাত্র দায়ী মেলাঘর পুর নিগম, তাদের গাফিলতির কারণেই সাফাই কর্মীরা এতদিন ধরে তাদের ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত।

বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্রার শেষ দিনে নলছড়ে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন:ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে গোটা দেশব্যাপী বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের সূচনা হয়েছিল গত ২৯ মে। আধুনিক, উদ্ভাবনী এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রতি দুই বছরে একবার এই বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান পরিচালিত হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (জ্জখ্জ্ঞ্জ্ট) এর নেতৃত্বে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ভারতের ১.৪৫ বিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা, পুষ্টিকর খাদ্যের অ্যাক্সেস প্রচার করা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা।আজ অর্থাৎ ১২ই জুন ছিল এই কৃষি সংকল্প অভিযানের অন্তিম দিন। এদিন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সিপাহিজলা জেলা ও আইসিএআর এর যৌথ উদ্যোগে নলছড়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর ফনি ভূষণ জমাতিয়া, স্থানীয় বিধায়ক কিশোর বর্মন, সিপাহিজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।এদিন বৃক্ষে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। এদিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। পাশাপাশি জরুরি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন কৃষকদের। তাছাড়াও এদিন কৃষিকাজে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শ্রী দাস প্রথমেই কৃষকদের কল্যাণে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা একটি কৃষি প্রধান রাজ্য এবং গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হল কৃষিকাজ। আর সেই গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড শক্ত রাখার পেছনে কৃষকদের অবদান অনস্বীকার্য।এছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কিশোর বর্মন। তিনি নিজের বক্তব্যে বিগত দিনে কৃষকদের নিয়ে বামেরা যে ছেলেখেলা করেছেন সেই বিষয়টিকে উল্লেখ করে রীতিমতো বামেদের তুলোধুনো করলেন এদিন।নেই, তিনি বলেন শুধু কদমতলা নয় সমস্ত রাজ্যের একই অবস্থা। সঠিক সময়ে সামগ্রী না থাকায় কাজটি সময় মত সম্পন্ন করা যায়নি। তবে রড এসে গেছে ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া নির্মাণের কাজের অভিযোগটি অস্বীকার করেন তিনি।

হিমসাগর আম চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন জনজাতি মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুন :হিমসাগর আম চাষ করে এবছর থেকে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে এক জনজাতি মহিলা। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত সর্দূকর্করি এডিসি ভিলেজের আসাম রাইফেল ক্যাম্পের পিছনের গ্রাম মংকরী পাড়ার জনজাতি মহিলা অর্চনা কলই বেনিফিশিয়ারি হিসাবে গত পাঁচ বছর আগে তেলিয়ামুড়া কৃষি দপ্তর থেকে দুইশতটি হিমসাগর আমের চারা পেয়ে তার ২ কানি জায়গায় সেই চারা রূপণ করে। গত বছর থেকে সেই আম গাছে প্রথম ফলন দেখা দিলেও আম গাছে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় নি। কিন্তু এবছর তার ওই দুইশতটি আম বাগানে ঝাঁকিয়ে ফলন ধরে গ্রীষ্মের সুস্বাদু মিষ্টি রসালো হিমসাগর আম। ইতিমধ্যেই উনার ওই আম চাষের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা তেলিয়ামুড়ায়।খবর সংগ্রহ করতে উনার বাড়িতে গেলে উনি তার হাতে গড়া গোটা হিমসাগর আম বাগানটি ঘুরিয়ে দেখান। কথা প্রসঙ্গে অর্চনা কলই জানান যে, সরকারি সাহায্য বলতে শুধুমাত্র আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বে কৃষি দপ্তর থেকে তাকে এই দুইশতটি উন্নতমানের হিমসাগর আমের চারা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি সেই চারা পেয়ে নিজস্ব অর্থে শ্রমিক লাগিয়ে এতদিন ধরে সেই গাছগুলির পরিচর্য্যা করে আসছিলেন। গত বছর সেই গাছে প্রথম ফলন আসলেও তা আশানুরূপ ছিল না। কিন্তু এবছর বাগানের প্রতিটি গাছে ভালো ফলন হওয়ায় সেই আম বিক্রি করে তিনি তার বিগত খরচপাতি উঠিয়ে বর্তমানে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন। বাজারে প্রথম দিকে নিজ উদ্যোগে সেই আম বিক্রি করতেই তার আমের খ্যাতি ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এখন নিয়মিত পাইকাররা তার সাথে যোগাযোগ করে চলছে।তিনি এখন বাড়ি থেকেই আম বিক্রি করে লাভ দেখতে পাওয়ায় আজ তিনি খুব খুশি এবং তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছেন বলে জানান জনজাতি রমণী অর্চনা কলই।আগামী দিনে তার নিজস্ব আয় বাড়াতে আরও অন্যকিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান।

পেঁচারথলে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী সান্ত্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেঁচারথল, ১২ জুন:কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের আয়কে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের ফসল বৃদ্ধির জন্য প্রয়াসের মাধ্যমে দেশব্যাপী চৌদ্দ দিনের বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯ই মে থেকে ১২ই জুন পর্যন্ত। তারই অঙ্গ হিসাবে ১২ই জুন অর্থাৎ কৃষি সংকল্প যাত্রার শেষ দিনে পেচারতল বিধানসভার সোনারাম পাড়া কমিউনিটি হল ঘরে আয়োজিত এলাকার প্রত্যেক কৃষকদের নিয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি দপ্তর এদিনে বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পেঁচারতল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্যের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা।কৃষি দপ্তরের জেলার বিভিন্ন আধিকারিক বৃন্দরা ও কুমারঘাট মহকুমার কৃষি আধিকারিক উত্তম ধর, ও পেচারতল বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন দিক থেকে আগত বিভিন্ন কৃষক বন্ধুরাও অংশগ্রহণ করেন এদিন মন্ত্রীসহ অন্যান্য অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষকদের কৃষি চাষাবাদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা কথা তুলে ধরেন, ছাড়াও কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের কথা গুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

জিবি হাসপাতালে শিশুর মেরুদন্ডে জটিল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন :আগরতলার জিবি হাসপাতালে ১১ বছর বয়সি এক শিশুর মেরুদন্ডে জটিল অস্ত্রপচার সফল হওয়ায় বর্তমানে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে বলে জানিয়েছেন আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের প্রফেসর তথা জিবি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা।

আজ সাংবাদিক সম্মেলন এই কথা জানিয়ে তিনি বলেন আগরতলার চন্দ্রপুর এর বাসিন্দা রঞ্জন ভৌমিকের ছেলে রূপমের মেরুদন্ডে টিবি জনিত কারণে বিকৃতি হয়ে গেছে। তাতে হাঁটাচলা তো দূরের কথা ঘুমাতেও অসুবিধা হতো। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এই রোগের নাম সিভিয়ার কাইফোসিস অর্থাৎ হিল্ড স্পাইনাল টিবি। জিবি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ নিউরোসার্জন ডক্টর সিদ্ধা রেড্ডি নেতৃত্বে শিশু বিভাগের টিমের উপস্থিতিতে গত ২ জুন রূপমের মেরুদন্ডে এই জটিল অস্ত্রপচার করা হয়। বর্তমানে শিশুটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।

রাজ্যে প্রথম এই ধরনের অস্ত্রপ্রচার করা হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর অনুপ কুমার সাহা। সাংবাদিক সম্মেলনে জিবি হাসপাতালের সুপার ডঃ সংকর চক্রবর্তী বলেন এই ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রে বর্তমানে জিবি হাসপাতালের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রয়েছে। তিনি আরো বলেন বহি রাজ্যে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্য ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা খরচা হতো। বর্তমানে রোগী কল্যাণ সমিতি ও আয়ুষ্মানের সুবিধায় থাকায় এই ধরনের অস্ত্রপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এই সফল অস্ত্রপচারের জন্য জিবি হাসপাতালে নিউরো ও শিশু বিভাগের সমস্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই ধরনের জটিল অস্ত্রপচার জিবি হাসপাতালে করা সম্ভব হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন নগর উন্নয়ন সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ জুন:খোয়াই পুর পরিষদ পরিচালিত বারাবিলের টার্শিয়ারি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি বুধবার পরিদর্শন করলেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব, অভিষেক সিং (আইএএস)। কেন্দ্রের সার্বিক কার্য্যক্রমে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্বচ্ছতা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য পুর পরিষদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, খোয়াইয়ের জেলাশাসক ও সমাহর্তা রজত পন্থ (আইএএস), অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অভেদানন্দ বৈদ্য এবং খোয়াই পুর পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক কুমারী চারু ভার্মা (আইএএস)।সচিব মহোদয় কেন্দ্রের আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঘুরে দেখেন। তিনি খোয়াই শহরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং একটি পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুর পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট দলের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। এই কেন্দ্রটি যে "স্বচ্ছ খোয়াই" গড়ার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তা তিনি উল্লেখ করেন।

নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার উপর স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ১২ জুন:গতকাল সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মুখ্য বক্তা হিসেবে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার ব্যাপকতা, সম্পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য তুলে ধরেন এবং এতে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের অবহিত করেন। ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (আই.ডি.ই.এ.)-এর আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রায় ৫০টি দেশের ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডির ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিশেষ করে সংসদীয় নির্বাচনের সময় কিভাবে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, জনসাধারণ, পুলিশ, মিডিয়া, ব্যয় সংক্রান্ত অবজারভারদের সক্রিয় নজরদারিতে নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালন করে তা তুলে ধরেন। তিনি আলোচনা করেন কিভাবে ভারতে নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কাজ করতে হয়। নির্বাচন কমিশন ভারতের প্রায় ১ বিলিয়ন ভোটারের স্বাধীনভাবে ভোটদান নিশ্চিত করে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তার ভাষণে বিগত দশকগুলিতে ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থার বিবর্তনের কাহিনী তুলে ধরে কিভাবে ক্রমবর্ধমান জটিলতার সাথে মোকাবিলা করা হয়েছে সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলিকে অক্ষত রেখে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৯৫১-৫২ সালের ১৭৩ মিলিয়ন নির্বাচক থেকে এই সংখ্যা ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে ৯৭৯ মিলিয়ন এবং শুরুর দিকে ভোটকেন্দ্র ছিলো ০.২ মিলিয়ন। বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১.০৫ মিলিয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক দূরদর্শিতা ও আকারে বিশালতা ভারতের নির্বাচনী সংস্থার ইতিহাস তারই পরিচায়ক। সারা দেশে মোট ২০,২৭১ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, ব্যবহৃত হয়েছে ৬.২ মিলিয়ন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন। যা প্রমাণ করে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতাকে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, প্রতি বছর ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলিকে সেই তালিকা দেওয়া হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় দাবি, অভিযোগ, আপিল জানানোর প্রথাও রয়েছে যা নাকি বিশ্বের সবচেয়ে শ্রমসাধ্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার সার্বিক চরিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রথমবারের ভোটার থেকে বরিষ্ঠ নাগরিক, ৮৫ উর্ধ ভোটার, বিশেষভাবে সক্ষম, তৃতীয় লিঙ্গ এবং প্রত্যন্ত এলাকার ভোটার সবাইকে সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনও বুথে একজন ভোটারের ভোটের যে গুরুত্ব হিমাচলপ্রদেশের দুর্গম ও সর্বোচ্চ এলাকা টাশিগাঙের ভোটারদের ভোটও একই গুরুত্ব পায়। যাতায়াতের অসুবিধা থাকলে সাংবিধানিক নীতি অনুযায়ী প্রতিটি ভোটকে সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, মলডোবা, লিথুয়ানিয়া, মরিসাস, জার্মানি, ক্রোয়েশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদের সাথেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়ে নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ, নির্বাচনী প্রযুক্তি, অভিবাসী ভোটার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

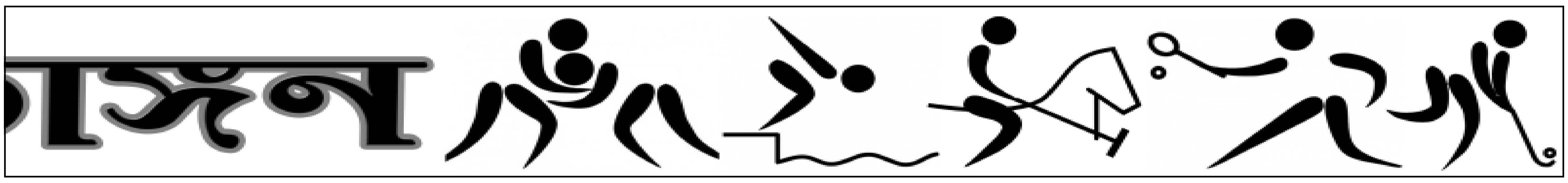

বীরেন্দ্রকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ঐকতান সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শেষ হলো বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম ঐকতান যুব সংস্থা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মাঠে নামে এই দুটি দল। এরমধ্যে চলতি এই টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে বীরেন্দ্র। তবে প্রতিপক্ষ ঐকতান এর এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী স্কাইলার্ককে হারিয়ে টুর্নামেন্টের লড়াই শুরু করে ঐকতান। প্রথম ম্যাচের সাফল্য দ্বিতীয় ম্যাচেও দল ধরে রাখে। বৃহস্পতিবার আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দুই দলের ম্যাচে ঐকতান ৪-৩ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে বীরেন্দ্রকে। লড়াই ছিল এক প্রকার বেশ হাড্ডাহাড্ডি। প্রতি আক্রমণের লড়াইয়ে প্রথমার্ধের খেলায় ঐকতান এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ সমতায় আনে বীরেন্দ্র। যদিও তা ধরে রাখতে পারেনি দল। অনেকটা পাল্টা আক্রমণ এনে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ঐকতান। ম্যাচের ২৮ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে ঐকতান যুব সংস্থাকে এগিয়ে দেয় অমিত জমাতিয়া। অমিতের দেওয়া গোলের ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় প্রীতম সরকার দ্বিতীয় গোলটি করে ঐকতান এর ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। পরপর দুই গোলে ঐকতান এগিয়ে যাওয়ায় পাল্টা আক্রমণ আনার চেষ্টা করে বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলাররা। অবশেষে ৪০ মিনিটে লালবন ডারলঙ বীরেন্দ্র এর পক্ষে প্রথম গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। যা প্রথমার্ধে শেষ সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। বিরতির পর দ্বিতীয়দের খেলা শুরু হলে ম্যাচের ৪৯ মিনিটের মাথায় কেলবিন ডারলং বীরেন্দ্র এর পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ। ম্যাচের ৬০ ও ৮৮ মিনিটে রিটার্ড ভানলাথুমা পরপর দুটি গোল করে ব্যবধান পৌঁছে দেয় ৪-২এ। যদিও তা ঐকতান ধরে রাখতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার মিনিটখানেক আগে কেলভিন বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করে ব্যবধান আবার কমিয়ে আনে। যা অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। ফলে চলতি ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে টানা জলের দ্বারা অব্যাহত রাখে ঐকতান। আর তাদের দ্বিতীয় জয়ে পরাজয় দিয়ে লড়াই শুরু করল বীরেন্দ্র। দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী।

প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট-এর চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট-এর চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ১৪ই জুন। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট লুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয়েছে।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৪ই জুন, বেলা বারোটায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ সাংবাদিক সদস্য সদস্যাদের মধ্যে চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। খেলোয়াড়দের ১৪ জুন, বেলা সাড়ে এগারোটায় খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে হবে। উল্লেখ্য, ১৪ জুন, বেলা বারোটায় স্পোর্টস ফেস্ট-এর অঙ্গ হিসেবে চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এদিকে ৬ জুলাই সাংবাদিকদের মধ্যে দাবা প্রতিযোগিতা এবং ১২ ও ১৩ জুলাই আন্ত মহকুমা ও জেলাস্তরের প্রেস ক্লাবের মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

১১ মৃত্যুর জের, আইপিএল জয়ের উৎসবে কী কী করা যাবে না, শনিবার ঠিক করবে বোর্ড, আর কী কী নিয়ে আলোচনা ?

আইপিএল জয়ের পর যে যেমন খুশি উৎসব করতে পারবে না। আগেও সতর্ক করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নির্দেশিকা আনার কথাও বলা হয়েছিল। সেই নিয়েই এ বার বৈঠকে বসতে চলেছে বোর্ড। আগামী ১৪ জুন অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানেই নির্দেশিকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, আইপিএল জয়ের পর কী ভাবে উৎসব হবে এবং কী কী মেনে চলতে হবে, তাই নিয়ে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করা হতে পারে। প্রতিটি দলকেই সেই নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়ম ভাঙলে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। বোর্ড এই ঘটনার থেকে দূরত্ব রাখলেও বিষয়টি তাদের নজর এড়ায় এড়ায়নি। ভবিষ্যতে যাতে এমন না ঘটে তার জন্য এখন থেকেই সতর্ক তারা।অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে নিউ জিল্যান্ডের ভারত সফর নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পরের বছরের শুরুতে এ দেশে তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলতে আসবে তারা।

এ ছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য যে আচরণবিধি রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হতে পারে। বয়স যাচাইয়ের যে প্রক্রিয়া রয়েছে তা সংশোধন করা হতে পারে।

উল্লেখ্য, গত ৪ জুন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আইপিএল জয়ের উৎসব করার কথা ছিল আরসিবি দলের। ৩৫ হাজারের স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্য হাজির হয়েছিলেন আড়াই লক্ষ মানুষ। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ১১ জনের। আহত হন বহু। তার পর থেকে কর্নাটক সরকার, আরসিবি এবং পুলিশের মধ্যে দায় ঠেলাঠেলি শুরু হয়।ওই ঘটনার পর এক সংবাদপত্রে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছিলেন, "চোখ খুলে দেওয়ার মতো ঘটনা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করা দরকার সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। প্রতি বছরই কেউ না কেউ জিতবে। প্রতি বছরই উৎসব হবে তাদের শহরে। তাই ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য শিক্ষা নিতে হবে।

এই মুহূর্তে কোনও দলের উৎসবের সঙ্গে বোর্ডের কোনও যোগাযোগ নেই।" শইকীয়া উদাহরণ দিয়েছিলেন আইপিএল ফাইনাল আয়োজনের। বলেছেন, "নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন এক লক্ষ ৩২ হাজার দর্শক (আদতে ৯১ হাজারের কাছাকাছি)। নিরাপত্তা এবং দর্শকদের সামলানোর ব্যাপারে ছোটখাটো ঘটনাতেও আমরা নজর দিয়েছি। একটাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সব নিয়ন্ত্রণে ছিল। বেঙ্গালুরুতে যা হয়েছে তাতে বোর্ডের কোনও ভূমিকা নেই।" আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল জানিয়েছিলেন, অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব কাদের ছিল সেটা তাঁরা জানেন না। ধুমলের কথায়, "গোটা ঘটনা আমরা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভবিষ্যতে এমন হওয়া চলবে না। ট্রফি নিয়ে শোভাযাত্রা বা বেঙ্গালুরুতে কোথায় উৎসব হবে, এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। কারা আয়োজন করেছে, কী ভাবে অত মানুষ এল ওখানে, পুরোটাই আমাদের অজানা।"

মেজাজ হারালেন মেসি, খেলা শেষে মাঠেই প্রতিপক্ষ ফুটবলারের সঙ্গে ঝগড়া লিয়োর

খেলা শেষে মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি লিয়োনেল মেসি। আরও এক বার মাঠেই ঝগড়ায় জড়ালেন তিনি। কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা শেষে হামেস রদ্রিগেজের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে মেসির। দুই ফুটবলারকেই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রথম দেশ হিসাবে ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে গত বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে তারা। কিন্তু কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে খুব একটা ভাল খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। প্রথমে গোল করে এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। কোনও রকমে সমতা ফেরায় আর্জেন্টিনা। মেসি পুরো ম্যাচ খেলেন। কিন্তু জিততে না পারায় হয়তো মেজাজ হারান তিনি। খেলা শেষে রদ্রিগেজের কাছে গিয়ে তাঁকে কিছু একটা বলেন মেসি। পাল্টা দেন রদ্রিগেজ। তাঁদের দেখে বেশ উত্তেজিত লাগছিল। একটা সময় পরে দু'জনেই মুখ ঢেকে কথা বলছিলেন। তার পরেও তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেয়েছেন সাংবাদিকেরা। একটি রিপোর্টে লেখা হয়েছে, শুরুটা করেন মেসি। তিনি রদ্রিগেজকে বলেন, "তুমি বলেছ রেফারি ফাইনালে আমাদের সাহায্য করেছে। তুমি খুব বেশি কথা বল।" জবাবে রদ্রিগেজ বলেন, "আমি কিছুই বলিনি।" এই নিয়েই ঝগড়া বাড়তে থাকে। শেষে দু'দলের ফুটবলারেরা দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে যান। পরে মেসি অবশ্য জানিয়েছেন, মাঠের ঝগড়া মাঠেই রেখে এসেছেন তিনি।গত বছর কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। অতিরিক্ত সময়ে গোল করেন লাউতারো মার্তিনেস। চোটে পুরো ম্যাচ খেলতে পারেননি মেসি। কলম্বিয়ার ফুটবলারেরা খুব গা-জোয়ারি খেলছিলেন। ফলে মাঝেমধ্যেই উত্তেজনা তৈরি হচ্ছিল মাঠে। খেলা শেষে সংবাদমাধ্যমে রদ্রিগেজ বলেছিলেন, "আমরা জিততে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাইরের কিছু কারণে আমরা জিততে পারিনি। আমার মনে হয় রেফারি আর্জেন্টিনাকে সাহায্য করেছে। ও আমাদের পেনাল্টি দেয়নি। একটা তো নিশ্চিত পেনাল্টি ছিল।"রদ্রিগেজের কথা ভাল ভাবে নেননি মেসি। তাঁর মনে হয়েছে, পর পর তিন বছর তিনটে ট্রফি জেতার পিছনে যে পরিশ্রম তাঁরা করেছেন তার অপমান করেছেন রদ্রিগেজ। তাই আরও এক বার দেখা হতে মাঠেই নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন লিয়ো। তাঁর মনে যা ছিল তা বলে দিয়েছেন মেসি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিলোনিয়া আন্তঃস্কুল ক্রিকেট দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের আয়োজিত আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের প্রথম দল হিসাবে সেমিফাইনাল খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয় ঈশান চন্দ্রনগর স্কুল। টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে ঈশান চন্দ্র নগর পরাজিত করে বিদ্যাপীঠ স্কুলকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি খানিকটা দেরিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামীকাল। উত্তর বিলোনিয়া মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে লড়বে আমজাদ নগর স্কুল ও সোনাপুর স্কুল। আগামী ১৫ জুন টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। তাই ফাইনালে ঈশান চন্দ্রনগরের মুখোমুখি আমজাদ নগর নাকি সোনাপুর সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে সরাসরি লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখে আগামীকাল আমজাদ নগর ও সোনাপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ম্যাচটি উভয় দলের কাছে ডু অর ডাই ম্যাচ।

ঠিক কবে থেকে আরও ভাল ক্রিকেটার হয়েছেন বুমরাহ, জানালেন স্ত্রী সঞ্জনা, বললেন জসপ্রীতের 'দুষ্টুমি'র কথাও

দেড় বছর আগে বাবা হয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। জন্ম হয়েছিল ছেলে অঙ্গদের। তার পর থেকে আরও ভাল ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন বুমরাহ। এমনই মত তাঁর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনের। দায়িত্ববোধ বেড়ে গেলেও বুমরাহের রসিকতা যে কমেনি এটাও উল্লেখ করেছেন তিনি। স্বামীর 'দুষ্টুমি'র কথাও বলেছেন তিনি।সম্প্রতি এক পডকাস্টে সঞ্জনা বলেছেন, "সন্তান হওয়ার সময় জসপ্রীত এশিয়া কাপ খেলতে ব্যস্ত ছিল। তবু ঠিক সময়ে আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। খুব জোর গলায় সবার সামনে বলতে চাই না। তবে আমার ধারণা, অঙ্গদ হওয়ার পর আরও ভাল ক্রিকেটার হয়েছে বুমরাহ। যদি দিনের শেষে আপনি একটা শান্তিপূর্ণ বাড়িতে ফেরেন যেখানে শুধু বাবা এবং স্বামী হয়ে থাকতে পারবেন, সেটা আপনাকে খুবই সাহায্য করবে।"সঞ্জনা নিজে ক্রীড়া সঞ্চালক। বিয়ের পরেও একাধিক বার বুমরাহের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তাতে দেখেছেন, ক্যামেরার সামনে বুমরাহ মজা করার সুযোগ হাতছাড়া করেন না। সঞ্জনার কথায়, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আমি ওর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম। সমানে মজা করে যাচ্ছিল। কখনও চোখ টিপছিল, কখনও হাসছিল। ইচ্ছা করে আমার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছিল। বুঝতে পারছিল আমাকে খুব কষ্ট করে মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হচ্ছে।"দু'জনের দাম্পত্যও বুমরাহের সাফল্যের একটা কারণ বলে মনে করেন সঞ্জনা। তাঁর কথায়, "গল্প করার জন্য বুমরাহ আমার সেরা বন্ধু। ওর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে একসঙ্গে চকোলেট খাই। ওটিটি-তে সিনেমা দেখি। বা সারা দিন ধরে কী কী করলাম সেই গল্প করি। এগুলোই আমাদের জীবনে অনেকটা শান্তি এনে দেয়।

আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ সেন্ট পলসডিরোজিও, শ্রীকৃষ্ণ মিশন-হলিক্রস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্কুল ক্রিকেটে যেন প্রতিভার বিস্ফোরণ। সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল একই মাঠে সকাল এবং দুপুর মিলিয়ে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

খেলা সদর ভিত্তিক আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। সকাল সাড়ে আটটায়, এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে সেন্ট পলসস্কুল এবং হেনরি ডিরোজিও একাডেমি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা একটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল খেলবে হলিক্রস স্কুলের বিরুদ্ধে। অংশগ্রহণকারী চারটি দলের খেলোয়াড়রাই যেন নিজেদের ব্যাটিং বোলিং পারফরম্যান্স তথা প্রতিভার পরিস্ফোটন ঘটাতে প্রস্তুত। আজ বিরতি পেয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস সেরে নিয়েছে।

শেষ সময়ের কিছু টিপস জেনে নিয়েছে নিজ নিজ কোচ-প্রশিক্ষকদের থেকে। উল্লেখ্য, বুধবার প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সেন্ট পলসস্কুল ৮০ রানের ব্যবধানে বদদোয়ালী স্কুল দলকে এবং হেনরি ডিরোজিও একাডেমি সাত উইকেটের ব্যবধানে প্রগতি বিদ্যাভবনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল ৫ উইকেটের ব্যবধানে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনকে এবং হলিক্রস স্কুল আট রানের ব্যবধানে নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

শুভমনদের জন্য গম্ভীরের প্রথম 'পেপ টক'! কোহলি-রোহিতের নামে সেখানে কী বললেন কোচ ?

সপ্তাহখানেক বাদে শুরু হতে চলেছে ইংল্যান্ড সিরিজ। ভারতের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। সিরিজের আগে দলের ক্রিকেটারদের তাতিয়ে দিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমন গিল। স্পষ্ট করে দিলেন, দলের থেকে কী চান। নাম না করলেও গম্ভীরের কথায় উঠে এল রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির প্রসঙ্গ। এ ছাড়া, দলের নতুন ক্রিকেটারদের প্রশংসা করেছেন তিনি।বৃহস্পতিবার ভারতীয় বোর্ড একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। সেখানে গম্ভীর বলেছেন, "আমরা দু'ভাবে এই সফরের দিকে তাকাতে পারি। প্রথমটা হল, তিন জন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে (রোহিত, কোহলি, অশ্বিন) ছাড়া খেলতে নামছি। দ্বিতীয়ত, দেশের হয়ে বিশেষ কিছু করে দেখানোর সুযোগ রয়েছে আমাদের কাছে।"গম্ভীর যোগ করেন, "এই দলটার দিকে তাকালে ভাল কিছু করার খিদে, আবেগ এবং দায়বদ্ধতা দেখতে পাই। যদি আমরা আত্মত্যাগ করি, নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বেরিয়ে আসি, শুধু প্রতি দিন নয়, প্রতি সেশন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি বলের জন্য লড়াই করি, তা হলেই এই সফরটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজ থেকেই সেটা শুরু করতে হবে। দেশের হয়ে খেলা উপভোগ করো। এর থেকে বড় সম্মান আর হয় না।"ভারত 'এ' দল থেকে বাকিরা ইতিমধ্যেই মূল দলে যোগ দিয়েছেন। আলাদা করে তিন ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করেছেন গম্ভীর।

বলেছেন, "প্রথম বার টেস্ট দলে ডাক পাওয়া সব সময়েই আলাদা অনুভূতি। সাইকে (সুদর্শন) দলে স্বাগত। আশা করি লাল বলের ক্রিকেটে দারুণ সময় কাটাবে। স্বাগত অর্শদীপকেও (সিংহ)। সাদা বলের ক্রিকেটে দারুণ খেলেছ। এ বার লাল বলের ক্রিকেটটাও মনে রাখার মতো খেলো।" দীর্ঘ সাত বছর পর টেস্ট দলে ফিরেছেন করুণ নায়ার। তাঁকে নিয়ে গম্ভীর বলেন, "প্রত্যাবর্তন সহজ কাজ নয়। তবে আমাদের দলে সাত বছর পর একজন ফিরেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর রান করেছে। তার হার-না-মানা মানসিকতা, হাল না ছাড়া মনোভাবই আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। স্বাগত করুণ (নায়ার)।" এ ছাড়া স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রু এবং শুভমনকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গম্ভীর।ভারতীয় দলের অধিনায়ক শুভমন বলেন, "প্রত্যেক সেশন কাজে লাগাতে হবে আমাদের। নিজেদের চাপে ফেলতে হবে। মাঠে নামলে শুধু টিকে থাকা নয়, বিপক্ষকে চাপে ফেলার কৌশলও শিখতে হবে। নিজেদের সেরাটা বার করে আনার প্রস্তুতি আজ থেকেই শুরু করতে হবে। প্রতিটা বল একটা উদ্দেশ্য নিয়ে খেলতে হবে।"

আমি থাকলে ওকে আবার টেস্ট অধিনায়ক করতাম', কোহলির অবসর এখনও মানতে পারছেন না শাস্ত্রী

এখনও মন খারাপ রবি শাস্ত্রীর। গত মাসে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি। দেশের হয়ে এখন তিনি শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলবেন। তাঁর অবসর নেওয়ার ধরন মানতে পারছেন না রবি শাস্ত্রী। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ জানিয়েছেন, তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে কোহলিকে আবার টেস্ট অধিনায়ক করতেন তিনি।সামনেই ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। তার আগে চলছি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। সেখানে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় রয়েছেন শাস্ত্রী। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে একটা সাক্ষাৎকারে কোহলির অবসর নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ। তিনি বলেন, "কেউ যখন চলে যায় তখন সকলে তার গুরুত্ব বুঝতে পারে। সে কত বড় ক্রিকেটার ছিল তা বুঝতে পারে। কোহলির অবসর আমি মানতে পারছি না। এখনও আমার মন খারাপ করে।"শাস্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় বোর্ড চাইলে কোহলির অবসর আটকানো যেত। তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, বিষয়টা অন্য ভাবে সামলানো যেত। ওর সঙ্গে বোর্ড আরও কথা বলতে পারত। যদি আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে অস্ট্রেলিয়া সফরের পরেই কোহলিকে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক করে দিতাম। তা হলে ও আরও কয়েক বছর খেলত।"রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার কয়েক দিন পরেই কোহলিও নিজের অবসর ঘোষণা করে দেন। সমাজমাধ্যমে সকলকে নিজের অবসরের কথা জানান তিনি। পরে ভারতের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানান, অবসরের সিদ্ধান্ত বোর্ডকে এপ্রিল মাসেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কোহলি। তখন বোর্ড তাঁকে সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন কোহলি। ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কোহলি ভারতের অধিনায়ক থাকার সময় কোচ হিসাবে শাস্ত্রীকে পেয়েছিলেন। দু'জনের জুটি বেশ সফল ছিল। এখনও তাঁদের সম্পর্ক ভাল। শাস্ত্রী আগে জানিয়েছিলেন, অবসর ঘোষণার আগে তাঁকে সে কথা জানিয়েছিলেন কোহলি। কয়েক দিন আগে আইপিএল জেতার পরেও শাস্ত্রীর কোলে চেপে উল্লাস করেছেন কোহলি। সেই শাস্ত্রী এখনও কোহলির অবসরে দুঃখিত। নিজের মনের কথা জানিয়ে দিলেন তিনি।

কাম্বলিকে পরামর্শ দিতে গিয়ে যুবরাজের বাবাকে শুনতে হয়েছিল, 'আপনার সময় হয়ে গিয়েছে'

কয়েক মাস আগে একটি অনুষ্ঠানে অসুস্থ বিনোদ কাম্বলিকে দেখে চমকে গিয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ঠিক মতো দাঁড়াতে, কথা বলতে পারছিলেন না তিনি। দেশের ক্রিকেটমহলও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল প্রাক্তন ক্রিকেটারকে নিয়ে। সুস্থ জীবনে ফিরে আসার জন্য অনেকে নানা পরামর্শ দেন সচিন তেন্ডুলকরের বাল্যবন্ধুকে। তাঁদের অন্যতম ছিলেন যুবরাজ সিংহের বাবা যোগরাজ সিংহও। তাঁর পরামর্শ পেয়ে এক রকম 'উপহাস' করেছিলেন কাম্বলি। কী বলেছিলেন তিনি? জানিয়েছেন যোগরাজ।সুস্থ জীবনে ফিরতে কাম্বলিকে মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যোগরাজ। বারণ করেছিলেন পার্টি করতে।

যোগরাজ বলেছেন, "কাম্বলিকে বলেছিলাম পার্টি করা, সিগারেট খাওয়া, মহিলা সঙ্গ বন্ধ করো। না হলে তুমি শেষ হয়ে যাবে। এখনই এ সব না ছাড়লে একটা সময় তোমাকে কাঁদতে হবে। দেখুন কী হল ওর! কাম্বলির সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেছিলাম। বুঝিয়েছিলাম।" তাঁকে উত্তরে কী বলেছিলেন কাম্বলি? যোগরাজ বলেছেন, "সব শোনার পর ও বলেছিল, 'স্যর আপনার সময় হয়ে গিয়েছে।' আসলে কাম্বলি নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করেছিল। এটা বুঝত না, ক্রিকেটের থেকে বড় কেউ হতে পারে না।"৫২ বছরের কাম্বলিকে গত ডিসেম্বরে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে। সচিন তাঁকে বহু বার সাহায্য করেছেন। স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লাভ হয়নি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়ে এখন সুস্থ জীবনে ফেরার চেষ্টা করছেন কাম্বলি। কিন্তু অনেকটা দেরি করে ফেলেছেন প্রাক্তন বাঁহাতি ব্যাটার।

বাইজলবাড়ি স্কুল মাঠে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

মোদির পরামর্শ ও প্রেরণায় রাজ্যেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণ হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ জুন: জেলা, নগর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। এবছর এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে ৫৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ পদ্মবিল ব্লকের বাইজলবাড়ি নতুন থানা ও ৫০ আসন বিশিষ্ট নবনির্মিত জনজাতি ছাত্রাবাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। বাইজলবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট, তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি কিউবিক্যাল চেম্বার, তেলিয়ামুড়া ব্লকের নবনির্মিত অতিরিক্ত অফিসবাড়ি মেথারায়বাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নবনির্মিত শ্রেণীকক্ষ, খোয়াই ব্লকের ধলাবিলস্থিত ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে নবনির্মিত অফিসবাড়িরও উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পগুলি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি টাকা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বাইজলবাড়ি ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন। বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক শ্রী অনুরাগ, খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ সহ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতি ও সৌভ্রাতৃত্ব সারা দেশেই বিশেষ সম্মান লাভ করেছে। সব অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হলে উন্নয়নও গতিশীল হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শে ও অনুপ্রেরণায় রাজ্যেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণ করা হচ্ছে। রাজ্যের মানুষকে স্বনির্ভর করতে ইতিমধ্যেই ৫৪ হাজার স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৯১ হাজার লাখপতি দিদি হয়েছেন। সারা রাজ্যেই পানীয়জলের সংযোগ, বাসগৃহ, শৌচালয় নির্মাণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় প্রতিটি পরিবার বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা করাতে পারছেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাও চালু করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি রূপায়ণ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। এডিসি এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস, ব্যবসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক ভিটায় দুষ্কৃতির হামলা, নিন্দা বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈত্রিকভিটে কাছারিবাড়িতে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। নিজ সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনা নিন্দা জানিয়ে তিনি লেখেন,'বিশ্ব বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুরের পৈতৃক ভিটে 'কাছারিবাড়ি'-তে ন্যাক্কারজনক হামলা ও রবীন্দ্র যাদুঘর ভাঙচুরের ঘটনা, এক সময়ে সে দেশের সুস্থ সংস্কৃতিমনস্কতা, অর্জিত মর্যাদা ও সমগ্র মানবজাতির কলঙ্কময় কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে।

জাতি, ধর্ম, ভাষাগত ভিন্নতার নির্বিশেষে রবি ঠাকুর এক আবেগের নাম। সে দেশের জাতীয় সংগীত স্রষ্টা, রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থানটিও রেহাই পেলেন না কিছু উন্মত্ত, হিংস্র ও প্রতিহিংসা সম্পন্ন মানুষের আক্রোশ থেকে। প্রতিনিয়ত এহেন কার্যকলাপ একটি সমগ্র জাতি এবং দেশটিকে গোটা বিশ্বের সামনে লজ্জিত করার পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে সেই রাষ্ট্রকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে।বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গজিয়ে উঠা উশৃংখলদের দুর্বৃত্তপনা শুরু থেকেই জন্মদাত্রী মাতৃ জাতির প্রতি চূড়ান্ত লজ্জানজক আচরণ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সংখ্যালঘু বিদ্বেষ প্রতিদিন একেকটি কালো ইতিহাস রচনা করছে। আমি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই।'

বিজেপির ১১বছর পূর্তি

সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরলেন মন্ত্রী টিংকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ জুন: ধর্মনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির ১১বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরা হল সরকারের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনকাল পূর্ণ হওয়ার ১১ বছর উপলক্ষে ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হল এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। এই উপলক্ষে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত পদ্মপুর এলাকায় অবস্থিত উত্তর জেলার বিজেপি জেলা কার্য্যালয়ে আয়োজন করা হয় এই বৈঠকের।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজ শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, উত্তর জেলার বিজেপি জেলা সভাপতি কাজল দাস, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি অর্পনা নাথ, বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল নাথ, পানিসাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এই বৈঠকে মন্ত্রী টিংকু রায় ভারতীয় জনতা পার্টির গত ১১ বছরের শাসনামলের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার দেশজুড়ে গরিব ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকা আজ সকলের কাছে স্পষ্ট।মন্ত্রী টিংকু রায় জানান, এক সময় দেশের অনেক মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য সম্পত্তি বিক্রি করতে হতো কিংবা ঋণের বোঝা নিতে হতো। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই চিত্র অনেকটাই বদলেছে। প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় বর্তমানে দেশের প্রায় ৪০ কোটি ৭১ লক্ষ মানুষ আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন, যার মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৯ কোটি মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করেছেন।ত্রিপুরা রাজ্যেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরিফুল হত্যাকান্ড

অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে থানায় বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন : শরিফুল ইসলামের হত্যাকান্ডে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এনসিসি থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকাবাসী। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তদের আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। অভিযুক্তদের ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডের মঞ্জুর করেছে আদালত।

প্রসঙ্গত, গত ৮ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন স্মার্ট সিটি প্রকল্পে পেশায় বিদ্যুৎ কর্মী শরিফুল ইসলাম। তারপর জয়দ্বীপের বাড়িতে নবনিতা এবং অনিমেষের উপস্থিতিতে তাঁকে ডা: দিবাকর গলা টিপে খুন করেন। নতুন প্রেমিকের হাতে পুরনো প্রেমিকের খুনের দৃশ্য দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছেন নবনিতা। শরিফুলের বন্ধু গণ্ডাছড়ার বাসিন্দা বর্তমানে আগরতলায় আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাসরত পেশায় চিকিতক ডা: দিবাকর সাহা, তাঁর প্রেমিকা নবনিতা দাস, জয়দ্বীপ দাস এবং অনিমেষ যাদব মিলে তাঁকে খুন করেছে এবং দেহ লোপাটের উদ্দেশ্যে গণ্ডাছড়ায় একটি পানের দোকানের ফ্রিজে লুকিয়ে রেখেছে। ওই ঘটনায় পুলিশ ছয়জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।এদিকে, আজ শরিফুল ইসলামের খুনীদের' কঠোর শাস্তির দাবিতে এনসিসি থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকাবাসী। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তদের আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। তাদের তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত।

শিশুকন্যার ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি শিশু সুরক্ষা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১২ জুন: সোনামুড়া থানাধীন বরপাথর এলাকার ৯ বছরের শিশু কন্যা ধর্ষণকাণ্ডে সরব শিশু সুরক্ষা কমিশন। অভিযুক্ত ধর্ষকের গ্রেপ্তারি এবং ঘটনার সার্বিক বিষয়ে জানতে সোনামুড়ায় আসেন ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের দুই প্রতিনিধি চামেলী সাহা এবং গৌতম শীল। প্রথমে তারা সোনামুড়া থানায় সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন সোনামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দের সাথে, এবং তারা অভিযুক্তের গ্রেপ্তারির দাবি জানান এবং সেখান থেকে তারা যান বড়পাথরস্থিত সেই বাড়িতে, কথা বলেন মেয়েটির ঠাকুমার সাথে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের সকল প্রকার সহায়তার আশ্বাস দেন তারা।

উল্লেখ্য গত কিছুদিন পূর্বে সোনামুড়া থানাধীন মাইগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৫ নং ওয়ার্ডের পাষণ্ড ঠাকুরদা কর্তৃক ধর্ষিতা হয় ৯ বছর বয়সী শিশু কন্যা। ঘটনা জানাজানি হতেই পিতৃ মাতৃহারা শিশু কন্যাটির বিরুদ্ধে হওয়া ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে সোনামুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শিশুকন্যার ঠাকুরমা। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই বাড়ি থেকে চম্পট দেয় পাষণ্ড অভিযুক্ত শহীদ মিয়া। যদিও পুলিশের তরফ থেকে অভিযুক্তকে পাকরাওএর চেষ্টা চলছে।

রেল পুলিশের হাতে আটক এক বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে একজন বাংলাদেশী যুবককে আটক করে জিআরপি। অন্য আরেকটি অভিযানে একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে একজন বাংলাদেশী যুববকে গ্রেফতার করেছে।জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।তিনি আরও জানিয়েছেন, দিল্লির যাওয়ার পথে আগরতলায় সে আটক হয়েছে। ধৃত, প্রনজিৎ রায় (৩৫)। আগামীকাল তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।অন্য আরেকটি অভিযানে গতকাল বিকেলে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ, বিএসএফ, সিধাই থানার সহযোগিতায় ১টি মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম, দেবাশীষ মালাকার (৩৪)।

বাংলাদেশে রবি ঠাকুরের পৈত্রিক বাড়ি ভাঙচুর

প্রতিবাদে সরব প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন : বাংলাদেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈত্রিক বাড়িতে বাংলাদেশের ইউনুস খানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করে। তারই প্রতিবাদে আজ আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসে বিক্ষোভ দেখাবে প্রদেশ বিজেপি। সকলকে এই মিছিলে শামিল হওয়ার আহবান জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

এদিন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি জানিয়েছেন, গতকাল বাংলাদেশে মোহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনামলে শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে। অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় যিনি বিশ্বকে সুদৃঢ় পথ দেখিয়েছেন আজ তারই পৈত্রিক বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। আজ এরই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসে বিক্ষোভ দেখাবে প্রদেশ বিজেপি।এই আন্দোলন কর্মসূচিতে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

নিয়োগ নিয়ে অসন্তোষ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন : নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত দিদিমণিকে সেন্টার থেকে বের করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিলো ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ড সমতল আমতলী এলাকার নেতাজি কলোনি অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমতল আমতলী এলাকার নাগরিকদের অভিযোগ সমতল আমতলী এলাকা অর্থাৎ তিন নং ওয়ার্ডে যোগ্য প্রার্থী সুনীতি দেববর্মা নেতাজি কলোনি অঙ্গনারী সেন্টারে দিদিমনির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। এছাড়াও সুনীতি দেববর্মার দাদা শ্বশুর দুলু মনি দেববর্মা। নেতাজি কলোনি অঙ্গনারী সেন্টারের জন্য জায়গা দান করেছিলেন। এরপরেও সুনিতি দেববর্মাকে নিয়োগ না দিয়ে বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড থেকে বাঙ্গালী মহিলা মন্টি ভৌমিক দত্তকে দিদিমণি হিসেবে অর্থাৎ কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় সমতল আমতলী নেতাজি কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে।

নতুন দিদিমণি বৃহস্পতিবার দিন তার কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ সেন্টারে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী দিদিমণিকে সেন্টার থেকে বের করে তালা ঝুলিয়ে দেন।ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের মধ্যে রয়েছেন সমতল আমতলী এলাকার অর্থাৎ তিন নং ওয়ার্ড এলাকার বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কাজল রানী দেববর্মা এবং এই ওয়ার্ডের ইন্টারভিউ দেওয়া যোগ্য প্রার্থী তথা প্রাক্তন চড়িলাম ব্লক বি এ সি চেয়ারম্যান রাজীব দেববর্মার স্ত্রী সুনীতি দেববর্মা।

অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমনির চাকরি থেকে বঞ্চিত হলেন প্রাক্তন ব্লক চেয়ারম্যানের স্ত্রী সুনীতি দেববর্মা ও।ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগ নেতাজি কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী উপজাতি। তাই এই সেন্টারে উপজাতি দিদিমনি দরকার। বাঙালি দিদিমণি কিভাবে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন। তিনিতো উপজাতি ভাষা বুঝেন না। তাছাড়া ও তিনি এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের বাসিন্দা নন। এছাড়াও এই অঙ্গনারী সেন্টারে প্রাক্তন কর্মী তথা দিদিমনি নমিতা দেববর্মা উপজাতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধৃত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১২ জুন: গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক এক টিএসআর জওয়ান সহ আরো দুই সহযোগী। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানাধীন গোবিন্দপুর এলাকায়।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, চুরাইবাড়ি থানাধীন গোবিন্দপুর গ্রামের দুই নং ওয়ার্ডের কৃষ্ণ কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায় গাঁজা পাচার হবে এমন খবর পায় চুরাইবাড়ি পুলিশ। এমনসময় থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী সেখানে গিয়ে ওৎ পেতে থাকে। তখন একটি বিলাসবহুল গাড়ি করে গাঁজা পাচারকারীরা কদমতলা-গোবিন্দপুর সড়ক দিয়ে আসতেই পুলিশ গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালায়। তখন গাড়ি থেকে চার পেকেট শুকনো গাঁজা জব্দ করে পুলিশ। মোট কুড়ি কেজি শুকনো গাঁজার কালোবাজারি মূল্য দুই লক্ষ টাকা বলে জানা যায়। সঙ্গে রঞ্জিত সিংহ, সুরজিৎ সিংহ এবং শুভজিৎ সিংহকে আটক করা হয়। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি চুরাইবাড়ি থানাধীন গোবিন্দপুর গ্রামের ২নং ওয়ার্ডে। এদের মধ্যে ধৃত রঞ্জিত সিংহ একজন টিএসআর জওয়ান। তিনি বর্তমানে ১২নং ব্যাটালিয়নের তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে কর্মরত রয়েছেন। পুলিশ ধৃত ত্রয়ীর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত জারি রেখেছে।

মদ ভর্তি ব্যাগ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জুন: নেশার করালগ্রাসে আশক্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুবসমাজ। কিছু সংখ্যক নেশাকারবারী অর্থের লোভে যুবসমাজকে নেশায় আশক্ত করে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এই সকল নেশাকারবারীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। এরই মধ্যে অন্যান্য দিনের ন্যায় ভিহিকেল চেকিং এ বসে নেশাসামগ্রী উদ্ধারে সাফল্য হয় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। অন্যান্য দিনের ন্যায় শান্তিরবাজার মহকুমার দশমী রিয়াং পাড়ায় যানবাহন রুটিং তল্লাসীতে বসে শান্তিরবাজার থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শুক্লমনি দের্বমা ও এসআই রতন দেবনাথ। উনারা রাস্তায় বসে একটি বাইকে আটক করতে গিয়ে নেশাসামগ্রী উদ্ধার করে। জানাযায় বাইক চালক পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাইকে থাকা নেশাসামগ্রীগুলি রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

রাস্তায় এইভাবে নেশাসামগ্রীর ব্যাগ ফেলে রাখাতে পুলিশ ব্যাগটা উদ্ধার করে দেখতে পায় ব্যাগের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিলেতি মদ রয়েছে। এই অভিযানে ৭৫ বোতল বিলেতি মদ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পরবর্তী সময় ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। জানা যায় শান্তিরবাজার থানার পুলিশের এই ধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত জারি থাকবে।

৩ জুলাই খার্চি প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন : আগামী ৩ জুলাই ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। আজ পুরাতন আগরতলা ব্লক অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, প্রতি বছরের মতো এবছর সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, সাতদিন ব্যাপী খার্চি মেলায় দেশ ও বিদেশ থেকে সাধু-সন্ত ও ভক্তদের সমাগম হবে লক্ষ্যনীয়। মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চতুর্দশ দেবতার মন্দির সাজিয়ে তুলা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, ৩ জুলাই ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। সাথে এদিন উপস্থিত থাকবেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এবছরের খার্চি মেলাকে সাফল্য মন্ডিত করে তুলতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি, মেলাী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, মেলা ভিটেমাটি বিলি করার জন্য আবেদন জমা দেওয়া ১৫ জুন থেকে।

এদিন তিনি আরও বলেন, মেলার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে স্কাউট এবং গাডস। পাশাপাশি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা করতে টিএসআর, পুলিশ এবং স্বেচ্ছা সেবক উপস্থিত থাকবেন।

ড্রেন নির্মাণ কাজে দুর্নীতির অভিযোগ, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ জুন: ড্রেন নির্মাণের কাজ অর্ধনির্মিত, অভিযোগ করলেন কদমতলা ১নম্বর ওয়ার্ডের রামঠাকুর পাড়ার জনগণ। আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ফলে ক্ষোভ স্থানীয়দের মধ্যে। অভিযোগ খন্ডন করলেন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর আরডি দপ্তরের অধীন এমজিএন রেগা প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থে আরসিসি ড্রেন নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ কদমতলা আর ডি ব্লকের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিজিত দাসের বিরুদ্ধে। কেননা উনার তত্ত্বাবধানে উক্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল দীর্ঘ প্রায় এক বছর পূর্বে। কিন্তু আজও সমাপ্ত হয়নি সম্পুর্ন কাজটি। ড্রেনটি অর্ধ সমাপ্ত করে রেখেছেন ইঞ্জিনিয়ার।

ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় মানুষের যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটছে, তো অন্যদিকে বৃষ্টির জল জমে বাড়ি ঘরে প্রবেশ করছে। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। উল্লেখ্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের অধীন দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকার সিডিপিও অফিস সংলগ্ন রামঠাকুর পাড়ায় করুণা নাথ এর বাড়ি থেকে হিরন্ময় দেবনাথ এর বাড়ি পর্যন্ত যাতায়াতের ১৫০ মিটার রাস্তাটির জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল প্রায় বছরখানেক পূর্বে। কাজটির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ৭,১১,৪৬৭ টাকা। যার ওয়ার্ক অর্ডার নম্বর চ, ১৩(১)EE/RD/DMN/DM/MGNREGA/২০২৪/২২৬৩/-৭২ ঙ্গঠ২৩-০২-২০২৪, এম জিএনরেগা প্রকল্পে বরাদ্দকৃত কাজটির তত্ত্বাবধানে রয়েছেন কদমতলা আর ডি ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার বিজিত দাস।

অভিযোগ কাজটি শুরু থেকেই অতি নিম্নমানের হচ্ছিল,তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ মূলে বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল কাজটি। তাছাড়া বিগত দিনে বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদার,ইঞ্জিনিয়ারের সাথে স্থানীয়দের ঝামেলাও বাঁধে। তখন কাজটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পরবর্তীতে স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে পুনরায় শুরু হয় কাজ।তারপর সামান্য কাজ করেই ফের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ছয় মাস যাবত বন্ধ হয়ে রয়েছে কাজটি। এনিয়ে এলাকাবাসীরা বারবার জানানো সত্ত্বেও সামগ্রী নেই অজুহাত দেখাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

এদিকে কাজটি বন্ধ থাকার ফলে উক্ত পাড়ার মানুষ বাইক গাড়ি নিয়ে যাতায়াত তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে ও নিজেদের বাড়ি ঘরে প্রবেশ করতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কেননা অর্ধ সমাপ্ত কাজ হওয়াতে ড্রেনের সাইড ওয়ালের উপর অংশে রড বেরিয়ে রয়েছে, তাই রাতের অন্ধকারে সেই রড পায়ে লেগে আঘাত ও পেয়েছেন অনেকেই। তাছাড়া অবৈজ্ঞানিক কাজের ফলে বর্ষাকালে ড্রেনের জল মূল রাস্তার সামনে এসে জমা হয়ে থাকে। এতে পাশে থাকা বাড়ি ঘরে জল ঢুকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের। এদিকে স্থানীয় এক ভুক্তভোগী বাসিন্দা মীনাক্ষী নাথ জানান সরকারিভাবে কাজটি পেয়ে তারা অনেকটাই খুশি ছিলেন, কিন্তু কাজের শুরু থেকেই একদিকে নিম্নমানের কাজ তো অন্যদিকে ধীরগতিতে চলছে কাজটি।তাও আবার অবৈজ্ঞানিক ভাবে,যার ফলে জল জমে ওনার বাড়িতে প্রবেশ করছে। উনার দাবি কাজটি সঠিক এবং সময়মতো সম্পন্ন করা হোক। তাতে পাড়ার মানুষের চলাচলের সমস্যা কিছুটা হলেও দূর হবে।

এদিকে বিষয়টি সম্পর্কে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিজিত দাস এবং কদমতলা ব্লকের ভিডিও এর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বিজিত দাস বলেন, কাজ ঠিকঠাকভাবে হচ্ছে, তিনি প্রতিনিয়ত সাইডে গিয়ে কাজটির তত্ত্বাবধান করছেন। আর কাজ বন্ধ থাকার কারণ হলো বরাদ্দকৃত কাজের রড

ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে কিশোরীর সঙ্গে এক যুবকের অভব্য আচরণ, ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: ত্রিপুরা রাজ্যে ফের এক নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে গেল। রাজধানী আগরতলা থেকে দিল্লিগামী ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে উঠে এল এক মর্মান্তিক ঘটনা, যা প্রশ্ন তুলছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে।আজ বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে আগরতলা স্টেশন থেকে রওনা দেয় ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস। ট্রেনটির জেনারেল কামরায় উঠে ধর্মনগরের এক ১৫ বছর বয়সি কিশোরী। তার সামনেই বসেছিলেন অমরপুরের বাসিন্দা মোহাম্মদ ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি।

ট্রেনটি আমবাসা পৌঁছানোর পর বেশিরভাগ যাত্রী নামেন। এরপর ট্রেনটি সুরঙ্গ পথে ঢুকলে, কামরায় একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas